

সন্তান-প্রতিপালন

প্রণয়নে :-

শায়খ মুহাম্মাদ বিন জামিল ফাইসু
ভাষাভবে :-

মুহাম্মদ হারীবুর রহমান ফাইয়ী

تأليف : الشيخ محمد بن جميل زين

ترجمة : محمد حبيب الرحمن الفيد

সত্তান প্রতিপালন

প্রণয়নে :-
শায়খ মুহাম্মদ বিন জামিল ফাইন

অনুবাদে :-
মুহাম্মদ হবীবুর রহমান আল-ফাইয়ী

প্রকাশনায় :-
দাওয়াত কার্যালয়, আলমাজমাআহ
পোঁ বক্সঃ নং ১০২, ফোন ও ফ্যাক্সঃ নং ০৬৪৩২৩৯৪৯

حقوق الطبع محفوظة

— هـ ١٤٢٠ في الجمعة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

فهرسة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

زينو ، محمد بن جهيل

كيف تربى أولادنا؟ — الجمعة .

ص ٠٠٠ سـ

ردمك ٩٦-٩١٩١-٩٩٦٠

(النص باللغة البنغالية)

أ- العنوان

١- التربية الإسلامية

٢٠/٢٢٩٤

دبوی ٣٧٧،١

رقم الإيداع : ١٩/٠٢٦٩

ردمك : ٩٦-٩١٩١-٩٩٦٠

الطبعة الأولى

— هـ ١٤٢٣

إعداد وترجمة وصف

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الجمعة

الجمعة ١١٩٥٢ ، ص.ب: ١٠٢ ، ت/٤٣٢٣٩٤٩ ، ف/٤٣١١٩٩٦ .٦

هذا الكتاب

اللغة: البنغالية

اسم الكتاب: كيف نربي أولادنا؟

المؤلف: محمد بن جميل زينو

المترجم: محمد حبيب الرحمن الفيضي

المراجع: لجنة الدعوة والتعليم بالمدينة المنورة

محتويات الكتاب

- ❖ وصايا لقمان الحكيم
- ❖ وصايا نبوية مهمة للأولاد
- ❖ أركان الإسلام والإيمان
- ❖ نصائح نبوية للآباء والأبناء
- ❖ مسؤولية الأبدين والمعلم
- ❖ من واجبات المربي
- ❖ فضل الصلوات والتذذير
- ❖ من تركها
- ❖ تعليم الوضوء والصلاة
- ❖ صلاة الصبح
- ❖ الخاتمة
- ❖ برا الوالدين
- ❖ إعفاء اللحمة واحب
- ❖ هل الدخان حرام؟
- ❖ حكم الصور والتماثيل
- ❖ حكم الغناء والموسيقى
- ❖ كيفية صلاة الجمعة
- ❖ والجماعة
- ❖ وجوب صلاة الجمعة

আহবান

প্রিয় পাঠক!

আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য পুস্তিকাবলী পড়ার জন্য আপনাকে সাদর আহবান জানাই। উক্ত পুস্তিকাবলী নিম্নরূপ :-

- ১- পঁথের সম্বল
- ২- ফির্কাহ নাজিয়াহ
- ৩- জিভের আপদ
- ৪- ব্যাংকের সূন্দ হালাল কি?
- ৫- জানায়া দর্পণ
- ৬- বিদ্যুত দর্পণ
- ৭- ফায়ায়েলে আ'মাল
- ৮- রায়ায়েলে আ'মাল
- ৯- আদর্শ বিবাহ ও দাস্পত্তা
- ১০- সহীহ দুআ ও যিক্ৰ
- ১১- সন্তান প্রতিপালন

উপর্যুক্ত পুস্তিকাবলী পেতে আমাদের ঠিকানায় চিঠি লিখুন। আমরা সাধ্যমত আপনার ঠিকানায় পাঠাবার চেষ্টা করব।

আমাদের ইলামী বিষয়ে - পুস্তিকা অথবা ক্যাসেটে - কোন প্রকার ক্রটি পরিলক্ষিত হলে অথবা কোন বিষয়-বন্ধ অসম্পৰ থাকলে অথবা তাতে আপনার কোন বিশেষ প্রস্তাবনা থাকলে অথবা আপনার নিকট দাওয়াত পেশ করার কোন মুবারক প্রণালী-পদ্ধতি বা সুকৌশল থাকলে আমাদের নিকট সত্ত্ব লিখুন এবং সাগ্রহে আমাদের সাথে সওয়াবে শরীক হন। আর জেনে রাখুন, মঙ্গলের সন্ধানদাতা মঙ্গলকর্তার মতই।

আহবায়ক :-

আপনার ভাত্মভূলী

দাওয়াত অফিস, আল-মাজমাআহ

“তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং
তোমাদের সন্তানদের মাঝে সুবিচার
কর।” (আল হাদীস)

উপহার

- ১- প্রত্যেক সেই মাতা-পিতার প্রতি যাঁরা তাঁদের
সন্তানদের কল্যাণ কামনা করেন।
- ২- প্রত্যেক সেই শিক্ষক ও শিক্ষিকার প্রতি যাঁরা
তাঁদের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আদর্শ।
- ৩- প্রত্যেক সেই ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি যারা নিজেদের
সাফল্য চায়।
- ৪- সমস্ত পিতা ও সন্তানদের জন্য আমি এই পৃষ্ঠিকা-
থানি নিবেদন করে আল্লাহর নিকট এই প্রার্থনা করি যে,
তিনি যেন এর দ্বারা পাঠকবৃন্দকে উপকৃত করেন এবং
এটাকে তাঁর সন্তানের জন্য বিশুদ্ধ করে নেন।
- মুহাম্মদ বিন জামিল যাইনু



<u>বিষয়</u>	<u>পৃষ্ঠা</u>
অনুবাদকের কথা -	১
দু'টি কথা -	২
লেখকের ভূমিকা -	৫
নিজ সন্তানের উদ্দেশ্যে হ্যরত লোকমান হাকীমের কতিপয় উপদেশ -	৬
উপরোক্ষেষ্ঠিত আয়তসমূহের নির্দেশ -	১২
সন্তান-সন্ততির জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের গুরুত্বপূর্ণ উপদেশাবলী -	১৪
উপরোক্ত হাদীসগুলির শিক্ষা -	১৬
ইসলামের ষষ্ঠসমূহ -	১৭
ঈমানের আরকানসমূহ -	১৮
আল্লাহ পাক আরশে আছেন -	১৯
একটি চমকপ্রদ লাভদায়ক কাহিনী -	২০
উক্ত হাদীসের শিক্ষা -	২১
পিতা-মাতা ও সন্তানের প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ -	২৩
পিতা-মাতা এবং শিক্ষকের দায়িত্ব -	২৫
প্রতিপালনকারী ও শিক্ষকগণের দায়িত্ব -	২৭
হারাম কর্ম হতে সতর্ক করা -	২৭

b

নামায শিক্ষা	৩০
মেয়েদের পর্দা	৩১
সচরিত্র ও আদব	৩৩
জিহাদ ও বীরত	৩৫
সন্তানদেরকে কোন জিনিস দেওয়ায় সুবিচার	৩৬
যুবসমস্যার সমাধান	৩৮
আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দুআ	৪১
জন্মনিয়ন্ত্রণের বিপত্তি	৪২
নামাযের ফ্যীলত ও তার ত্যাগ করা হতে ভীতি প্রদর্শন	৪৪
ওয়ু ও নামায শিক্ষা	৪৬
ফজরের নামায	৪৬
নামাযের রাকাআতসমূহের তালিকা	৫২
নামাযের কিছু আহকাম	৫২
নামায প্রসঙ্গে হাদীসসমূহ	৫৬
জুমআহ ও জামাতে নামায পড়ার আবশ্যকতা	৫৭
আমি কিভাবে পূর্ণ নিয়মানুসারে জুমআর নামায আদায় করব? ---	৫৯
গান-বাজনা সম্পর্কে ধর্মীয় বিধান	৬০
বর্তমান যুগের গান	৬২
গান-বাজনা হতে বাঁচার উপায়	৬৩
বৈধ গান-বাজনা	৬৪
ছবি ও মৃত্তির ব্যাপারে ইসলামী বিধান	৬৭
বৈধ ছবি ও মৃত্তি	৭০
ধূমপান কি হারাম?	৭১
দাঢ়ি বাঢ়ানো ওয়াজেব	৭৩
মাতা-পিতার সাথে সন্ধ্যবহার	৭৫

অনুবাদকের কথা

আল্লাহ তাআলার শতকোটি প্রশংসা যিনি বিশ্ব জাহানের একমাত্র প্রভু। যিনি সকল জীবের সৃষ্টিকর্তা ও মালিক। তিনি তাঁর অনুগ্রহে আমাদেরকে কুসংস্কার হতে মুক্ত করার জন্য বিশ্বগুরু হ্যরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি বিশ্ববাসীকে সঠিক, সরল ও মুক্তির পথ দেখিয়ে গেলেন। অসংখ্য শান্তির ধারা বিবর্ষিত হোক প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ও তাঁর বংশধর এবং সাহাবাবৃদ্দের উপর।

সন্তান-সন্ততি লালন-পালন বিষয়টা হল খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বর্তমানে সন্তান-সন্ততিদেরকে সঠিকভাবে প্রশিক্ষণ না দেওয়ার কারণে মুসলিম সমাজ দিনের পর দিন অধঃপতনের অতল তলে তলিয়ে যাচ্ছে। যার কারণে সন্তানরা মাতা-পিতা ও গুরুজনদের অবাধ্য হচ্ছে, তাদেরকে সম্মান প্রদর্শন করে না। বড়দের কদর করে না। অধিকাংশ বাড়িতে বেনামায়ী, পর্দাহীনতা, বাভিচার ব্যাপক আকারে বেড়ে চলেছে। আর তা হচ্ছে কেবলমাত্র তাদেরকে সঠিকভাবে তরবিয়ত না দেওয়ার ফলেই। এহেন অবস্থায় আমাদেরকে সচেতন হতে হয়েছে।

বাংলা ভাষায় তরবিয়ত সম্বন্ধীয় বই-পুস্তক অতি স্বল্প। অত্র আরবী পুস্তিকাখানির বাংলা অনুবাদ হলে বাংলাভাষী মুসলমান উপকৃত হবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই প্রত্যাশা নিয়ে আমি বইটির বাংলা অনুবাদ করতে আগ্রহী হয়েছি। এর দ্বারা একজন ভাইও হৈদায়ত প্রাপ্ত হলে জানব যে, আমার অনুবাদ করা সার্থক হয়েছে। আল্লাহ যেন আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য খালেস করে নেন। আর তিনি কিয়ামতের দিন এর বদলাটুকু নেকীর পাল্লায় রাখেন। আমীন।

মুহাম্মদ হুবীবুর রহমান ফাহিমী

দৃষ্টি কথা

‘শিশুর পিতা ঘূমিয়ে আছে সব শিশুদের অন্তরে।’

আজকের শিশু কালকের পিতা, ভবিষ্যতের নাগরিক ও জাতি। উন্নয়নের কত আশা সন্নিবিষ্ট রয়েছে এই কচি-কাঁচা শিশুদের মাঝে। তাই আজ যদি একটি শিশু সঠিক তরবিয়ত পায় তাহলে প্রকৃতপক্ষে আগামী কালের একটি পিতা, একটি জাতি; বরং একটি দেশ ও পৃথিবী সঠিক তরবিয়ত পায়। তাইতো শিশুর তরবিয়তের বিরাট কর্তব্য ও দায়িত্বভার অর্পিত হয়েছে তার পিতামাতার উপর।

বহু পিতা আছেন যাঁরা পিতাগিরির অধিকার ফলিয়ে থাকেন; কিন্তু পিতার যে মহান দায়িত্ব তা বহন করতে সচেষ্ট ও যত্নবান নন। পুত্রের নিকট হতে পূর্ণমাত্রায় দ্বীয় অধিকার মেপে নিতে চান অথচ পুত্রের প্রাপ্য অধিকার সম্বন্ধে উদাসীন থাকেন। এমন পিতৃবর্গ যে আদর্শ পিতার দলঙ্গুক্ত নন তা বলাই বাছল্য।

কচি-কাঁচা শিশু উৎকৃষ্ট এক ডাব কাঁচা কাদার মত; যাকে কুম্ভকার ইচ্ছা করলে মনের হাঁড়ি বানাতে পারে, আবার পানপাত্র কলসীও। পরন্তু সেই কাদা একটা কিছু রূপ নিয়ে পোকুণ্ডা হয়ে গেলে তাকে ডেঙ্গে আর অন্য কিছু গড়া সম্ভবপর অথবা সহজসাধ্য নয়। শিশু ইসলামের প্রকৃতি নিয়ে দুনিয়ায় আসে। অতঃপর তার পিতামাতা তাকে নিজেদের ছাঁচে ঢেলে তৈরী করে মুসলিম অথবা বেদীন। সত্যই তো ‘তেমনি রূটি যেমনি আটা, যেমনি বাপ তেমনি ব্যাটা।’ আর ‘দুধ গুণে ধি, মা গুণে বিং।’

পিতামাতার বাধ্য হওয়া সন্তানের জন্য আবশ্যিক। অনুরূপ সন্তানকে মানুষরূপে গড়ে তোলা মাতাপিতার জন্য আবশ্যিক। উভয় পক্ষের অধিকার সম্পরিমাণের। যে শরীয়ত সন্তানের নিকট পিতামাতার মর্যাদা ও গুরুত্ব অভিব্যক্ত করেছে সেই শরীয়তই পিতামাতার উপর আরোপ করেছে সন্তান তরবিয়তের দায়িত্ব। পিতামাতা ও ছেলে-মেয়ের সংসার শরবতের মত মধুর। কিন্তু সেই শরবতের জন্য যেমন চিনি চাই তেমনি পানিও।

একটা বাদ গেলে শরবত ‘শরবত’ থাকে না। অনুরূপ মেহ ও তরবিয়ত এবং শ্রদ্ধা ও বাধ্যতা উভয় না হলে সংসার শান্তির হয় না।

কথিত আছে যে, একদা এক পিতা তাঁর অবাধ্য সন্তানের অভিযোগ নিয়ে হয়রত উমার রাঃ এর নিকট উপস্থিত হলেন। তাঁর ছেলেকে হাজীর করার পর পিতার অবাধ্যতার বিষয়ে সতর্ক করলেন খলীফা। ছেলেটি বলল, ‘হে আমীরুল মুমিনীন! বাপের উপর ছেলের কি কোন অধিকার নেই?’ তিনি বললেন, ‘অবশ্যই।’ বলল, ‘তা কি কি?’ খলীফা বললেন, ‘পিতা তার উপর্যুক্ত মা নির্বাচন (বিবাহ) করবে, তাকে সুন্দর আদব- চরিত্র শিক্ষা দেবে, তার ভাল নাম রাখবে এবং তাকে কুরআন শিক্ষা দেবে।’ ছেলেটি বলল, ‘কিন্তু হে আমীরুল মুমিনীন! উল্লেখিত অধিকারসমূহের একটিও পালন করেন নি আমার পিতা। আমার মা হল একজন নিশ্চে; যে এক অগ্নিপূজকের মালিকানায় ছিল, পিতা আমার নাম রেখেছেন জুআল (গুৰৱে পোকা) আর কুরআনের একটি হরফও আমাকে শিখাননি।’

একথা শুনে আমীরুল মুমিনীন পিতাকে সঙ্গেধন করে বললেন, ‘তুমি তোমার ছেলের অবাধ্যতার অভিযোগ নিয়ে আমার নিকট উপস্থিত হয়েছ অথচ সে তোমার অবাধ্যতা করার পূর্বে তুমিই তার অবাধ্যতা করেছ এবং সে তোমার প্রতি অসম্ভবহার করার পূর্বে তুমিই তার প্রতি অসম্ভবহার করেছ?।’ (হিদায়াতুল মুরশিদ ৩৪০ পৃঃ) অর্থাৎ ‘আনারস বলে কাঠাল ভায়া, তুমি বড় খসখসো।’

মা! কি সুন্দর ডাক! পৃথিবীর শব্দকোষে সবচেয়ে মধুরতম শব্দ ‘মা!’ দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে অধিক মেহ ও মায়া-মমতার আধার এই মা। মা-ই হল ধরনীর সবচেয়ে প্রথম ক্ষুল-মাদ্রাসা। মাতৃক্ষেত্রেই হল তরবিয়ত ও শিক্ষার প্রথম ভিত্তি। শিক্ষিতা মুসলিম ‘মা’ পেলে শিক্ষিত মুসলিম সমাজের আশা করা যথার্থ হবে।

মায়ের হাতে গড়বে মানুষ ‘মা’ যদি সে সত্য হয়

মা-ই তো এ জগতে প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয়।

কিন্তু হয়! সেই মা-ই যদি মায়ের পরিচয় না দিতে পারে, মায়ের দায়িত্ব পালনে সক্ষম না হয়, সে মা যদি ‘মাছের মা’ হয় এবং পিতা যদি সেই ‘মা’ নির্বাচনে মায়ের দীন-চরিত্র, আকীদা-ব্যবহার ও শিক্ষাকে গুরুত্ব না দিয়ে কেবল রূপ-সৌন্দর্য বা টাকাকে গুরুত্ব দিয়ে, শুধুমাত্র জাগতিক প্রবৃত্তি অর্চনাকে প্রাধান্য দিয়ে অনিষ্ট সত্ত্বেও সন্তান এসে গেলে তার প্রতিপালনের ভার বাধ্য হয়েই বহন করে থাকে তবে এমন প্রতিপালিত সন্তান যে কেমন হবে তা বলাই বাহ্যিক।

পিতা-মাতার অধিকার নিজেদেরকে প্রস্তুত করে নিতে হয়। এই অধিকার নেওয়ার পশ্চাতে তরবিয়তের মূল্য ‘এ্যাডভাঞ্স’ দিতে হয়। এই অধিকার নিতে একটু হিকমতও অবলম্বন করতে হয় পিতা-মাতাকে। আরবীতে একটি নীতিকথা আছে,

إِذَا كَبَرَ ابْنُكَ فَأَخْبِهِ.

অর্থাৎ, তোমার ছেলে বড় হলে তার সহিত আর ছেলের মত ব্যবহার করোনা; বরং তোমার ভায়ের সাথে যেরূপ ব্যবহার কর সেইরূপ করো। সুতরাং সময় ও রোপ বুঝে কোপ না মারলে প্রতিফল বিপরীত হওয়াই স্বাভাবিক।

পাঠকের সামনে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিতে অনুরূপ তরবিয়ত ও প্রশিক্ষণের বিভিন্নমুখী আলোচনা তুলে ধরেছেন শায়খ মুহাম্মদ জামীল যয়নু সাহেব। আর একে বাংলা লেবাস পরিয়ে বাংলার মুসলিম সমাজকে উপহার দিয়েছে আমার পরম মেহতাজন সহকর্মী মৌলানা ক্ষারী হৰীবুর রহমান ফাইফী। আল্লাহ সকলকে তাঁর যথার্থ প্রতিদান দিন এবং বাঙালী সমাজকে এর দ্বারা উপকৃত করুন। আমীন।

﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذْرَيَّاتِنَا فُرْةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَقْبِلِينَ إِمَامًا﴾ آমান।

আব্দুল হামিদ মাদানী

আলমাজমাতাহ

১৩ই মুহার্ম ১৪১৯হিঁঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

লেখকের ভূমিকা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّورِ أَنفُسِنَا
وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَلَنَا، مَنْ يَهْدِي اللّٰهُ فَلَا يُضْلَلُ لَهُ وَمَنْ يَضْلُلُ فَلَا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ
أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ أَمَّا بَعْدُ:

সন্তানের লালন-পালন বিষয়টা হল অতি গুরুত্বপূর্ণ। যার উপর পিতা ও সন্তান উভয়ের মঙ্গল নির্ভর করছে। বরং তার উপর উম্মত ও সমাজের মঙ্গল নির্ভর করে। এই জন্য এর প্রতি ইসলাম ও গুরুজনরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। আর তাঁদের শীর্ষে মহা গুরুজন হলেন হ্যরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম। থাকে আল্লাহ সকল পিতা ও সন্তানের জন্য শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক হিসাবে প্রেরণ করেছিলেন। যাতে ইহকালে ও পরকালে তাঁদের সুখ-শান্তি নিশ্চিত হয়।

এই জন্য আমরা কুরআন করীমে পেয়ে থাকি - যাতে রয়েছে আমাদের জন্য কল্যাণ ও সফলতা - আল্লাহ তাঁতে লাভদায়ক ও শিক্ষামূলক বছ কাহিনী বর্ণনা করেছেন। যেমন হ্যরত লোকমান হাকীমের কাহিনী, যিনি নিজ পুত্রকে অতীব মাহাত্ম্যপূর্ণ কল্যাণমূলক উপদেশ প্রদান করেছেন। অনুরূপ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁর পিতৃব্যপুত্র (চাচাতো ভাই) আবুল্লাহ বিন আব্বাসকে তাঁর শৈশব থেকেই তাঁও হাদীদের (একত্বাদ) বিশ্বাসকে অন্তরে গেঁথে দিয়েছিলেন। পাঠকগণ এই পুষ্টিকায় ঐ সমস্ত বিষয়ের আলোচনা লক্ষ্য করবেন। এ ছাড়া সন্তানের প্রতি

পিতামাতার কি কর্তব্য ও অনুরূপ পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কি কর্তব্য তাও আপনাদের সামনে পরিলক্ষিত হবে।

আল্লাহ তাআ'লার নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন এই ছোট পুষ্টিকা দ্বারা পাঠকগণকে উপকৃত করেন। আর একে তিনি তাঁর সন্তুষ্টির জন্য বিশুদ্ধ করেন। আমীন।

- মুহাম্মদ বিন জামিল যাইনু

নিজ সন্তানের উদ্দেশ্যে হ্যরত লোকমান হাকীমের কতিপয় উপদেশ

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَإِذْ قَالَ لَقُمَّانُ لِأَبْنِيهِ وَهُوَ يَعْظِمُ ﴿١﴾

অর্থাৎ, “হ্যরত লোকমান হাকীম উপদেশছলে তাঁর পুত্রকে
বললেন।”

এ হচ্ছে এক লাভদায়ক উপদেশ যা আল্লাহ তাআ’লা হ্যরত
লোকমান হাকীম থেকে বর্ণনা করেছেন।

উপদেশগুলি হল নিম্নরূপ :-

۱- يَا بْنَيٌ لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشَّرِكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿٢﴾

“হে বৎস! তুমি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করো না। নিশ্চয়ই
আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা মহা অন্যায় কাজ।” (সূরা লোকমান ১৩
আয়াত)

অর্থাৎ, তুমি আল্লাহর উপাসনায় (ইবাদতে) অন্যকে শরীক করা
থেকে বাঁচো। যেমন মৃত কিংবা অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা
করা ইত্যাদি। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

(الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ) “দুআই হল ইবাদত (উপাসনা)।” (হাদীসটিকে
ইমাম তিরমিয়ী রাহিমাহ্মুদাহ বর্ণনা করে হাসান সহীহ বলেছেন।)

আর যখন আল্লাহর বাণী ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾
(অর্থাৎ, যারা ঈমান (বিশ্বাস) আনে এবং স্বীয় বিশ্বাসকে ঘূলুমের
সাথে মিশ্রিত করে না---।) এই আয়াতটি অবর্তীণ হল তখন

মুসলমানদের উপর একথা ভারী মনে হল। আর তারা বলে ফেললো যে, এমন কে আছে যে, সে তার নিজের প্রতি যুলুম করে না? আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম উত্তরে বললেন, এর অর্থ এই নয়; বরং তা হল আল্লাহর সঙ্গে অন্যকে সমকক্ষ (শরীক) করা। তোমরা কি লোকমান হাকীমের তাঁর ছেলের প্রতি উপদেশ শ্রবণ কর নি?

﴿يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾

“হে বৎস! আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহর সাথে শরীক করা মহা যুলুম কাজ।” (বুখারী ও মুসলিম)

২- ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالَّدِيهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَىٰ وَهُنَّ

﴿وَفَصَالَهُ فِي عَامِينِ أَنِ اشْكُرْ لِيٰ وَلَوَالَّدِيهِكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ﴾

অর্থ, “আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার সহিত সম্বৃদ্ধির করার নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছিলেন। আর তার দুধ ছাড়ানো দু’বছরে হয়। নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশ্যে আমারই কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন।” (সূরা লোকমান ১৪ আয়াত)

তাঁর উপদেশ হচ্ছে, উপাসনা একমাত্র আল্লাহরই জন্য করা ও মাতা-পিতার প্রতি সম্বৃদ্ধির করা; কারণ তাঁদের অধিকার বড় মহৎ। কেননা, ছেলের মাতা তাকে কষ্টের সহিত পেটে ধারণ করেছেন। আর পিতা তাকে খরচপত্র দিয়ে লালন-পালন করেছেন। অতএব তাঁরা ছেলের নিকট হতে এই অধিকার পাওয়ার যোগ্য যে, ছেলে আল্লাহ এবং তারপর তার মাতাপিতার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে।

﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِيٌّ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا
تُطْعِهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفٌ فَأَتَيْنَاهُمْ
إِلَيْهِمْ مِّنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، ثُمَّ
إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَانبئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

অর্থ, “মাতা-পিতা যদি তোমাকে আল্লাহর সহিত এমন বিষয়কে শরীক স্থির করতে পীড়া-পীড়ি করে যার জ্ঞান তোমার নেই, তবে তুমি তাদের কথা পালন করবে না। তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে সম্বুদ্ধ করে চলবে। আর যে আমার অভিমুখী হয় তার পথ অনুসরণ করবে। অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমার দিকে হবে এবং তোমরা যা করতে সে বিষয়ে আমি তোমাদেরকে জ্ঞাত করব।” (সুরা লোকমান ১৫ আয়াত)

মুফাসিসির ইবনে কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) উক্ত আয়াটির ব্যাখ্যায় বলেন, যদি তোমাকে মাতা-পিতা তাদের (ইসলাম ব্যতীত অন্য) দ্বীনের আনুগত্য করার আগ্রহ দেখান তাহলে তুমি তাদের এ বিষয়কে মেনে নিও না। তবে তোমার একাজ একথায় বাধা দেয় না যে, তুমি তাদের সাথে পার্থিব জগতে সম্বুদ্ধ হারের সহিত বাস করবে। অর্থাৎ তাদের প্রতি শিষ্টাচারী হবে। আর তুমি মুমিনদের রাস্তা অবলম্বন করে চলবে। আমি (য়েন্নু) বলি, এ বিষয়কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিম্নের বাণী সমর্থন করছে;

لَا طَاعَةٌ لِأَحَدٍ فِي مُعْصِيَةِ اللَّهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ.

অর্থাৎ, “আল্লাহর অবাধ্যতায় কারো আনুগত্য নেই। আনুগত্য কেবলমাত্র সৎকর্মে।” (বুখারী ও মুসলিম)

﴿يَا بُنَيִّ إِنْ تَكُ مِنْ قَالَ حَبَّةً مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُونُ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي - 8

السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطَّيفٌ حَبِيبٌ ﴿٢﴾

অর্থঃ- “হে পুত্র! কোন বস্তু যদি সরিষাদানা পরিমাণ হয়, অতঃপর তা যদি কোন প্রস্তরখন্ডের মধ্যে কিংবা আকাশমন্ডল অথবা ভূমণ্ডলে কোথাও থাকে, তবে তাও আল্লাহ তাআ'লা উপস্থিত করবেন। নিচয় আল্লাহ গোপন ভেদ সম্পর্কে অবগত, তিনি সব কিছুর খবর রাখেন।” (সুরা লোকমান ১৬ আয়াত)

ইবনে কাসীর (রাহিমাহ্মাহ) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, অন্যায় অথবা পাপ যদিও সরিষার দানা পরিমাণ হয়, আল্লাহ তাআ'লা মহা প্রলয় (কিয়ামত) দিবসে তা হায়ির করবেন। যখন ন্যায়পূর্ণ দাঁড়িপালা স্থাপন করা হবে এবং এর ভিত্তিতে ভাল আমলের ভাল প্রতিদান আর মন্দ আমলের মন্দ প্রতিদান দেওয়া হবে।

৫- ﴿يَا بُنَيَّ اقِمِ الصَّلَاةَ﴾

অর্থঃ- “হে বৎস! নামায প্রতিষ্ঠা করা।”

অর্থাত, “সমস্ত আরকান ও নিয়মাবলী পালন করে ন্যূনতার সহিত নামায আদায় কর।

৬- ﴿وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهِ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾

অর্থ, “সৎকর্মে আদেশ ও অসৎকর্মে নিষেধ কর।” অর্থাৎ কোমলতা ও ন্যূনতার সহিত। কটু বাক্যের দ্বারা নয়।

৭- ﴿وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ﴾

অর্থঃ- “এবং বিপদাপদে ধৈর্য অবলম্বন কর।”

অর্থাত, জানা গেল যে, সৎকর্মে আদেশ ও অসৎকর্মে নিষেধ-কারীর উপর অদূর ভবিষ্যতে মসীবত (কষ্ট) আসবে। তাই তাকে

ধৈর্যধারণের আদেশ করেছেন। এ ব্যাপারে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((المُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يُصِيرُ عَلَى أَذَاهِمْ، أَفْضَلُ مَنْ الْمُؤْمِنُونَ
الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يُصِيرُ عَلَى أَذَاهِمْ)).

অর্থাৎ, “সেই মু’মিন যে লোকের সহিত মিলামিশা করে এবং তাদের দেওয়া কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করে সে ঐ মু’মিন হতে উত্তম যে লোকেদের সঙ্গে মিলামিশা করে না এবং তাদের দেওয়া দুঃখ কষ্টে ধৈর্যধারণ করে না।” (হাদীসটি সহীহ ইমাম আহমদ প্রভৃতিজন বর্ণনা করেছেন।)

৮- ﴿وَلَا تُصَعِّرْ حَدْكَ لِلنَّاسِ﴾

অর্থঃ- “তুমি লোকেদের সামনে মুখ ফুলিয়ে কথা বলো না।”

ইবনে কাসীর এর তফসীর করতে গিয়ে বলেন, ‘যখন তুমি লোকেদের সহিত কথা বলবে কিংবা তারা তোমার সহিত কথা বলবে, তখন তাদেরকে তুমি তুচ্ছ মনে করে ও নিজেকে বড় মনে করে তাদের হতে মুখ মন্ডল ফিরিয়ে নিও না। বরং তাদের প্রতি তোমাকে বিনোদ হাসিমুখ হওয়া উচিত। যেমন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, “তোমার ভায়ের সম্মুখে তোমার মুচকি হাসাটা সাদ্কাহ স্বরূপ।” (হাদীসটি সহীহ ইমাম তিরমিয়ী এবং অন্যান্য ইমামগণ বর্ণনা করেছেন।)

৯- ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَّاً﴾

অর্থ, “পৃথিবীতে অহংকারের সহিত চলা-ফিরা করো না।”
অর্থাৎ গর্ব, অহমিকা ও নিজেকে বড় মনে করে চলা-ফিরা করো না। ঐ প্রকার করলে আল্লাহ তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন। এ

জন্যই তিনি বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوزِرُ ﴿١﴾

অর্থঃ-আল্লাহ পাক অহংকারী, আআভিমানীকে পছন্দ করেন না।
(অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের মনে অহমপূর্ণ এবং অপরের উপর গর্বপ্রকাশকারী।)

১০- وَاقْصِدْ فِي مَشِيكَ ﴿٢﴾

অর্থঃ-“পদচারণায় মধ্যবর্তিতা অবলম্বন কর।”

অর্থাৎ মধ্যমভাবে চলা-ফিরা কর; খুব তাড়াতাড়ি নয় এবং খুব আস্তেও নয় বরং মাঝামাঝি চলো।

১১- وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ﴿٣﴾

অর্থঃ-“আর তোমার কষ্টস্বর নীচু কর।”

অর্থাৎ কথা বার্তায় বাড়াবাড়ি করো না এবং বিনা কারণে নিজের কষ্টকে উচ্চ করো না।

إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿٤﴾

অর্থাৎ “চতুর্পদ জন্ম সমূহের মধ্যে গর্দভের চীৎকারই অত্যন্ত বিকট ও শ্রতিকটু।”

মুজাহিদ (রঃ) বলেন, ‘সমস্ত আওয়াজের মধ্যে গর্দভের আওয়াজই হল নিকৃষ্টতম।’

অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার কষ্টস্বর অতি উচ্চ করবে তার পরিণাম এই যে, স্বর উচ্চতার ও চীৎকারে তাকে গাধার সহিত তুলনা করা হবে। এ ছাড়া অতিরিক্ত চীৎকারকারী আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয়। আর জোরে চীৎকারকারীকে গর্দভের সহিত তুলনা করার মানেই হল যে, ঐ কাজ হারাম এবং অতীব নিন্দনীয়।

কেননা নবী সান্নাহিং আলাইহি অসান্নাম বলেন,

ক- ((ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه))

“আমাদের কোন নিকট উদাহরণ নেই, যে হেবাকারী (উপহারদাতা) তার হেবা ফিরিয়ে নেয়, সে সেই কুকুরের ন্যায় যে তার বমি পুনঃভক্ষণ করে।” (বুখারী)

খ- “যখন তোমরা মোরগের ডাক শুনবে, তখন তোমরা আল্লাহর নিকট তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। কারণ, সে ফেরেশ্তা দেখে থাকে। আর যখন গাধার চীৎকার শুনবে তখন তোমরা আল্লাহর নিকট শয়তান হতে পরিত্রাণ চাও। কারণ, সে শয়তান দেখে থাকে।” (বুখারী ও মুসলিম)

উপরোক্ষেষ্ঠ আয়াতসমূহের নির্দেশ :-

১- পিতার উপদেশ নিজের সন্তানদের জন্য শরীয়তে বিধেয়। যে কাজে ইহকালে ও পরকালে উপকার আছে সেই কাজের উপর পুত্রকে উপদেশ দেওয়া পিতার একান্ত কর্তব্য।

২- সর্ব প্রথম তাওহীদের (একত্বাদ) শিক্ষা ও শিরক বিষয়ে সতর্ক করার মাধ্যমে উপদেশ শুরু করা উচিত। কারণ, শিরক এমন যুলুম যা যাবতীয় নেক আমলকে ধৃংস করে ফেলে।

৩- আল্লাহ এবং মাতা-পিতার প্রতি ক্রতজ্জ হওয়া ওয়াজেব। আর তাঁদের সহিত সম্বৰহার তথা নিবিড় সম্পর্ক রাখা ওয়াজেব।

৪- আল্লাহর অবাধ্যতা ছাড়া অন্যান্য কাজে মাতা-পিতার আনুগত্য করা ওয়াজেব। কারণ, নবী কারীম সান্নাহিং আলাইহি অসান্নাম এ ব্যাপারে বলেন, “আল্লাহর অবাধ্যতায় কারো আনুগত্য নেই। আনুগত্য কেবলমাত্র সৎকর্মে।” (বুখারী শরীফ)

- ৫- একত্ববাদী মুমিনদের পথ অনুসরণ করা ওয়াজেব এবং বিদ্বাতাদের পথ অনুসরণ করা হারাম।
- ৬- গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহ পাকের ভয় রাখা। পাপ ও পুণ্য যত কম ও ছোট হোক না কেন তা তুচ্ছজ্ঞান না করা।
- ৭- আরকান ও ওয়াজেবাত পালন সহ স্থিরতার সহিত নামায প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য কর্তব্য।
- ৮- সাধ্যানুযায়ী নির্বাতা ও ইলাম দ্বারা সৎকর্মে আদেশ ও মন্দকর্মে নিষেধ করা ওয়াজেব। এ ব্যাপারে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, “তোমাদের কেউ যখন কোন খারাপ কাজ হতে দেখবে, সে যেন তা হাত দ্বারা (শক্তি প্রয়োগ করে) বন্ধ করে দেয়। যদি সে ক্ষমতা না রাখে তবে সে যেন মুখের (কথা) দ্বারা বন্ধ করে দেয়। যদি তাতেও সক্ষম না হয় তবে সে যেন অন্তরে ঘৃণা পোষণ করে। আর এটা হল ঈমানের নিম্নতম শাখা (স্তর)। (মুসলিম)
- ৯- আদেশ ও নিষেধ করায় যে দুঃখ-কষ্ট আসবে তাতে ধৈর্য ধরা। নিঃসন্দেহে এ হচ্ছে দৃঢ় সংকল্পজনের কাজ।
- ১০- অহংকার ও ঔদ্ধত্যের সঙ্গে চলা-ফিরা করা অবৈধ (হারাম)।
- ১১- মধ্যমভাবে চলা-ফিরা করা বাঞ্ছিত। সুতরাং অতি তাড়াতাড়ি চলা হবে না এবং আন্তেও নয়।
- ১২- প্রয়োজনের অতিরিক্ত কঠস্বর উচ্চ না করা। কারণ, উচ্চকষ্টে চীৎকার হল গর্দভের অভ্যাস।



সন্তান-সন্ততির জন্য নবী সাল্লাহুল্লাহ আলাইহি অসাল্লাম এর গুরুত্বপূর্ণ উপদেশাবলী

হয়রত ইবনে আবাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা
নবী সাল্লাহুল্লাহ আলাইহি অসাল্লাম এর পিছনে আমি আরোহণ
অবস্থায় ছিলাম। তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে বৎস!
আমি তোমাকে কতকগুলি বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করছি।

বিষয়গুলি নিম্নরূপঃ-

১- “তুমি আল্লাহর প্রতি মনোযোগী হও। তিনি তোমাকে
হিফায়ত করবেন।” অর্থাৎ আল্লাহ পাকের সমস্ত আদেশ পালন
কর এবং নিষেধাজ্ঞা হতে বিরত থাক তাহলে আল্লাহ তোমাকে
ইহকালে ও পরকালে হিফায়ত করবেন।

২- “তুমি আল্লাহর কাজে যত্নবান হও তাহলে তুমি তাঁকে
তোমার সামনে পাবে।” অর্থাৎ আল্লাহ জান্না শান্তুর আইন-
কানুনের সীমার প্রতি যত্নবান হও এবং হকের প্রতি লক্ষ্য রাখ।
তাহলে তোমার সৎকর্মে তওফীক দান করতে এবং সাহায্য
করতে আল্লাহকে পাবে।

৩- “যখন তুমি কিছু চাইবে তখন আল্লাহর নিকট চাও। আর
যখন তুমি সাহায্য চাইবে তখন আল্লাহরই নিকট চাও।”

অর্থাৎ দুনিয়া এবং আখেরাতের কোন বিষয়ে সাহায্য চাওয়ার
প্রয়োজন হলে আল্লাহ জান্না শান্তুর নিকট সাহায্য চাও। বিশেষ
করে সেই সমস্ত ব্যাপারে যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ দেওয়ার সামর্থ্য

রাখে না। যেমন, আরোগ্য ও রুজি প্রার্থনা প্রভৃতি যা দান করা একমাত্র আল্লাহর জন্যই নিদিষ্ট।

৪- “আর জেনে রাখ যে, সমস্ত মানুষ যদি তোমার কিছু উপকার করার জন্য একত্রিত হয়ে যায় তবুও তারা তোমার কোন উপকার সাধন করতে পারবে না, তবে ততটুকু উপকার করতে পারে যতটুকু আল্লাহ তোমার ভাগ্যে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। আর যদি সমস্ত মানুষ তোমার কিছু ক্ষতি সাধন করার জন্য একত্রিত হয় তবুও তারা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না, তবে ততটুকু ক্ষতি করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য ভাগ্যে লিখে রেখেছেন।” মোট কথা তকদীরের প্রতি ইমান আনয়ন করা একান্তই প্রয়োজন, যা আল্লাহ পাক মানুষের ভাগ্যে ভালমন্দ লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন।

৫- “কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং খাতার কালি শুকিয়ে গেছে।” (হাদীসটি ইমাম তিরমিয়ী বর্ণনা করে হাসান ও সহীহ বলেছেন।)

তদবীর করার সাথে সাথে আল্লাহর উপর ভরষা করা একান্ত কর্তব্য। যেহেতু প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম উট-ওয়ালার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, “তুমি উট বেঁধে আল্লাহর উপর ভরষা কর। (হাদীসটি হাসান, ইমাম তিরমিয়ী বর্ণনা করেছেন। আর তিরমিয়ী ব্যক্তিত অন্যান্য হাদীসের বর্ণনায় এসেছে)-

৬- “সচ্ছল অবস্থায় তুমি আল্লাহকে চিন তাহলে তিনি তোমাকে কষ্টের সময় চিনবেন।”

অর্থাৎ তুমি স্বচ্ছল অবস্থায় আল্লাহর এবং মানুষের হক আদায় কর তাহলে তিনি কষ্টের সময় তোমাকে পরিত্রাণ দান করবেন।

৭- “জেনে রাখ যে, যা তোমার ঘটেনি তা তোমার ঘটার ছিলনা

এবং যা তোমার ঘটে গেছে তা লক্ষ্যচূত হবার ছিল না।”

অর্থাৎ যদি আল্লাহ তোমাকে কোন জিনিস না দেওয়ার ইচ্ছা করেন তাহলে তোমাকে তা কেউই দিতে পারবে না। আর তিনি যদি তোমাকে কোন বস্তু দেওয়ার ইচ্ছা করেন, তাহলে তাকে কেউ বাধা দিতে পারে না।

৮- “জেনে রাখ ধৈর্যের সহিত সাহায্য আছেই। শক্ত ও আত্মার বিরুদ্ধে সাহায্য ধৈর্যের উপর নির্ভর করে।”

৯- “বিপদের পাশে উদ্ধার আছেই।”

মুমিনদের উপর বিপদ এলে তার উদ্ধারপথও অতিসত্ত্ব এসে পড়ে।

১০- “কষ্টের সঙ্গে স্বষ্টি (আসান) রয়েছে।” (জামিউল উসূল নামক কিতাবের বিশেষ অন্যান্য হাদীসের সমর্থন নিয়ে হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।)

অর্থাৎ মু'মিনের উপর কোন প্রকার কষ্ট এলে তার সঙ্গে একটি অথবা দুটি স্বষ্টি (আসান) অতিসত্ত্ব এসে পড়ে।

উপরোক্ত হাদীসগুলির শিক্ষা

১- শিশুদের প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর ভালোবাসা এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আবাস (রাঃ)কে তাঁর পিছনে আরোহণ করানো ও তাঁকে “হে বৎস!” বলে আহ্বান করা। যাতে সে সতর্ক হয়।

২- শিশুদেরকে আল্লাহর আনুগত্যের আদেশ করা এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে বিরত রাখা। তাহলে তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে মঙ্গল পরিপূর্ণ হবে।

৩- আল্লাহ মু'মিনকে কষ্টের সময় পরিত্রাণ দিবেন; যদি সে স্বচ্ছ

সুস্থ এবং ধনী অবস্থায় আল্লাহর তথা লোকেদের হক আদায় করে।

৪- এক আল্লাহ তাআ'লার নিকট প্রার্থনা ও সাহায্য চাওয়া ও তাওহীদের বিশ্বাসকে শিশুদের অন্তরে গেঁথে দেওয়া যা পিতামাতা এবং প্রতিপালনকারীদের উপর ওয়াজেব।

৫- ভাল-মন্দ তক্দীরের প্রতি বিশ্বাসকে সন্তানদের অন্তরে গেঁথে দেওয়া। কারণ, এ হল ঈমানের আরকানের অন্তর্ভুক্ত।

৬- আশাবাদিতার উপর সন্তানকে শিক্ষা দেওয়া যাতে সে নিজের জীবনকে বীরত্ব এবং সৎআশার সহিত স্বাগত জানাতে পারে। আর সে যেন উম্মতের মধ্যে একজন উপকারী ব্যক্তিরপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

৭- জেনে রাখ নিশ্চয় ধৈর্যের সহিত সাহায্য, বিপদাপদের পাশে উদ্ধার এবং কষ্টের পাশে স্বন্তি (সহজ) অবশ্যই রয়েছে।

ইসলামের স্তম্ভসমূহ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, “ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের উপর।”

১- আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হলেন তাঁর রসূল, এই কথার সাক্ষ্য প্রদান করা।

আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্যিকার মাবৃদ নেই। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর আনুগত্য আল্লাহর দ্বীনে অপরিহার্য।

২- নামায কায়েম করা। (অর্থাৎ আরকান ও ওয়াজেবসমূহ পালন এবং নম্রতা বিনয়ের সাথে নামায আদায় করা।)

৩- যাকাত প্রদান করা। অর্থাৎ যখন মুসলমান ৮৫ গ্রাম স্বর্ণের মালিক হবে অথবা এর সমপরিমাণ নগদ কেস তার নিকট থাকবে তখন এক বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর তাকে শতকরা ২,৫০ (আড়াই টাকা) হিসাবে যাকাত আদায় করতে হবে। টাকা-পয়সা ছাড়াও অন্যান্য দ্রব্যেরও নির্দিষ্ট পরিমাণ যাকাত রয়েছে।

৪- আল্লাহর ঘরের (কাবা শরীফের) হজ্জরত পালন করা। অর্থাৎ যারা এই কাজ সম্পাদনের সামর্থ্য রাখে তাদের উপর হজ্জরত পালন করা ফরয়।

৫- রম্যানের রোয়া পালন করা। অর্থাৎ রোয়ার নিয়তে ফজর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার এবং সমস্ত রোযাভঙ্গকারী দ্রব্য থেকে বিরত থাকা। (বুখারী ও মুসলিম)

ঈমানের আরকানসমূহ

১- আল্লাহর গুণাবলী এবং তাঁর উপাসনায়, তাঁর এক অস্তিত্বের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা।

২- তাঁর ফেরেন্টাগণের প্রতি বিশ্বাস রাখা। অর্থাৎ তাঁরা হলেন নূর হতে সৃষ্টি। তাঁরা আল্লাহর আদেশাজ্ঞা নির্বাহ করে থাকেন।

৩- তাঁর আসমানী কিতাব সমূহের প্রতি বিশ্বাস করা। অর্থাৎ যেমন তাওরাত, ইনজীল, যবুর ও কুরআনের প্রতি বিশ্বাস রাখা। (আর কুরআন হল তম্মধ্যে সর্বোত্তম গ্রন্থ।)

৪- তাঁর রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। অর্থাৎ তাঁদের

মধ্যে সর্ব প্রথম রসূল হলেন হ্যরত নুহ আলাইহিস সালাম এবং হ্যরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হলেন সর্বশেষ রসূল।

৫- মহাপ্রলয় (কিয়ামত) দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।
অর্থাৎ সেই দিন হবে মানুষের যাবতীয় আমলের হিসাবের দিন।

৬- তদবীরের সাথে সাথে ভাগ্যের ভাল মন্দের প্রতি বিশ্বাস
রাখা। অর্থাৎ ভাগ্যের ভাল মন্দের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া, কেননা, তা
হল আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। (মুসলিম)

আল্লাহ পাক আরশে আছেন

মহাসম্মানিত কুরআন, বহু সহীহ হাদীস, সুস্তুজ্ঞান এবং
সহজাত প্রকৃতি এর সমর্থন করে।

১- যেমন আল্লাহ বলেন, ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾

“পরম করুণাময় আরশের উপর সমারূপ হয়েছেন।” (সূরা আহা)

অর্থাৎ তিনি আরশের উপর আছেন। যেমন, বুখারী শরীফে বহু
তাবেয়ীন হতেও বর্ণিত হয়েছে।

২- আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম “এক
ক্রীতদাসীকে প্রশ্ন করে বলেন যে, “আল্লাহ কোথায় আছেন?”
ক্রীতদাসী উত্তরে বলল, তিনি আসমানের উপরে। তিনি সাল্লাল্লাহু
আলাইহি অসাল্লাম বললেন, “আমি কে?” সে বলল, আপনি
আল্লাহর রসূল। তিনি বললেন, “একে স্বাধীন করে দাও। কেননা
এ হচ্ছে মু’মিন।” (মুসলিম)

৩- নামাযী নিজের সিজদায় বলে থাকে স্বিহান رَبِّيَ الْأَعْلَى^১
(সুবহা-না রাবিয়াল আ’লা) অর্থাৎ আমার প্রভু সুউচ্চ পবিত্র।

আর দুআর সময় আসমানের দিকে নিজের হাত উঠিয়ে থাকে।

৪- শিশুদেরকে যখন আপনি জিজ্ঞাসা করবেন যে, আল্লাহ কোথায় আছেন? তখন তারা নিজের সহজাত প্রকৃতিতে উত্তর দিবে যে, তিনি আসমানের উপরে আছেন।

৫- আল্লাহ পাক অন্যত্র ইরশাদ করেন,

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ

“আর তিনি (আল্লাহ) আসমানে আছেন” (সূরা আনআ-ম)

এই আয়াতের তফসীর করতে গিয়ে ইবনে কাসীর (রাহিমাত্তুল্লাহ) বলেন, মুফাস্সিরগণ এ ব্যাপারে একমত যে, যেন আমরা ঐ প্রকার না বলি যেমন জাহমিয়া (পথভৃষ্ট দল) বলে থাকে যে, আল্লাহ সমস্ত জায়গায় বিদ্যমান আছেন। ওরা যা বলে থাকে তা হতে আল্লাহ অতি উচ্চে। কিন্তু আল্লাহর জ্ঞান আমাদের সাথে আছে তিনি শুনেন, দেখেন অর্থচ তিনি আরশের উপর বিদ্যমান আছেন।

একটি চমকপ্রদ লাভদায়ক কাহিনী

মুআবিয়া ইবনে হাকাম আসসুলামি হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমার এক দাসী ছিল। সে ওছদ আর জাওয়ানিয়া পাহাড়ের আশে-পাশে ছাগল চড়াত। আমি একদা সেখানে গেলাম। হঠাৎ দেখলাম এক নেকড়ে বাঘ তার একটি ছাগল নিয়ে চম্পট দিল। আর আমি আদম সন্তানের একজন মানুষ তাই আফসোস করলাম; যেমন লোকেরা আফসোস করে থাকে। আমি দাসীকে দারুণভাবে এক চড় মারলাম। অতঃপর আমি রসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি অসান্নামের নিকট এলাম। এ ব্যাপারটা আমার উপর কঠিন মনে হল। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি কি তাকে স্বাধীন করে দেব না? তিনি বললেন, “তাকে তুমি আমার নিকট নিয়ে এস।” আল্লাহর রসূল সান্নান্নাহ আলাইহি অসান্নাম দাসীকে জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহ কোথায় আছেন? সে বলল, আসমানে। তিনি ﷺ বললেন, “আমি কে?” সে বলল, আপনি আল্লাহর রসূল। নবী সান্নান্নাহ আলাইহি অসান্নাম বললেন, “একে তুমি স্বাধীন করে দাও কেন না এ হচ্ছে মু’মিন।” (মুসলিম, আবু দাউদ)

উক্ত হাদীসের শিক্ষা

১- যে কোন মুশকিলের সময় যদিও তা ছোট ধরণের হত সাহাবাগণ আল্লাহর রসূল সান্নান্নাহ আলাইহি অসান্নাম এর নিকট হাজীর হতেন। যাতে তাঁরা এ ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ জানতে পারেন।

২- আল্লাহ এবং তদীয় রসূলের নিকট বিচার পেশ করা। যাতে আল্লাহর নিম্নের বাণীর উপর আমল হয়।

﴿فَلَا وَرَبَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَحْدُثُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَإِذْ سَلَمُوا تَسْلِيمًا﴾

“অতএব তোমার পালনকর্তার কসম। তারা অতক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্টি মতভেদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায় বিচারক বলে মনে করবে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজেদের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হষ্টচিত্তে কবুল করে নিবে।” (সূরা নিসা ৬৫ আয়াত)

৩- ক্রীতদাসীকে মারার ব্যাপারে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সাহাবীর সে কাজকে খারাপ ভাবলেন এবং এটিকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করলেন।

৪- স্বাধীনতা কেবলমাত্র মু'মিনের জন্য, কাফেরদের জন্য নয়। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম দাসীকে পরীক্ষা করলেন এবং যখন তার ঈমান সম্পর্কে অবগত হলেন তখন তাকে স্বাধীন করার আদেশ দিলেন। যদি সে কাফের হত তাহলে তিনি তাকে আয়াদ করার আদেশ দিতেন না।

৫- তাওহীদ সম্পর্কে প্রশ্ন করা ওয়াজেব। আল্লাহ নিজ আরশে আছেন একথাও তাওহীদের অন্তর্ভুক্ত। আর এ ব্যাপারে জ্ঞানলাভ করা অপরিহার্য।

৬- আল্লাহ কোথায় আছেন এইরূপ প্রশ্ন করা শরীয়তসম্মত। আর এই প্রকার প্রশ্ন সুন্নত, কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন।

৭- 'আল্লাহ আসমানের উপর আছেন' এই বলে উক্তর দেওয়া বিধেয়। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম দাসীর ঐ ব্যাপারে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন এবং উক্ত জবাব কুরআনের ঐ আয়াতের অনুযায়ী হয়েছে। যেমন আল্লাহ জাল্লা শানুহ বলেন,

كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحِسِّنُ بِكُمْ

"তোমরা কি ভাবনা-মুক্ত হয়ে গেছ যে, আকাশে যিনি আছেন তিনি তোমাদেরকে ভুগত্বে বিলীন করে দিবেন। (সূরা মুলক)

হ্যরত ইবনে আবাস (রায়িয়াল্লাহু আন্হ) বলেন, আকাশে যিনি আছেন তিনি আল্লাহ পাক।

(আল্লাহ আসমানে আছেন তার মানে হল তিনি আসমানের

উপরে আছেন।)

৮- হ্যেরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর রিসালতের উপর সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমে ঈমান শুন্দ হয়ে থাকে।

৯- আল্লাহ তাআলা আসমানে আছেন এই প্রকার বিশ্বাস রাখা ঈমান শুন্দ হওয়ার প্রমাণ; যা প্রত্যেক মু'মিনের জন্য একান্ত কর্তব্য।

১০- এই হাদীস ঐ সব লোকের ভাস্তু খন্ডন করে, যারা বলে আল্লাহ তাআ'লা স্বয়ং প্রত্যেক জায়গায় আছেন। বরং সত্য এটাই যে, আল্লাহ পাকের জ্ঞান আমাদের সাথে আছে, তিনি স্বয়ং নন।

১১- আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম দাসীকে পরীক্ষা করার জন্য ডাকা একথা প্রমাণ করে যে, তিনি গায়ের জানতেন না। আর এটাই ছিল দাসীর ঈমান যা সেই সুফিবাদীদের কথার রন্দ (খন্ডন) করে; যারা বলে থাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম গায়ের জানতেন।

পিতামাতা ও সন্তানের প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ

১- প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, “তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তিই দায়িত্বশীল। আর প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে (কিয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসা করা হবে। ইমাম একজন দায়িত্বশীল তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। প্রত্যেক মানুষ তার পরিবারে দায়িত্বশীল তাকে তার দায়িত্ব সম্বন্ধে

জিজ্ঞাসা করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর সংসারের রক্ষিকা তার রক্ষণা-বেক্ষণ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। খাদেম তার মু'নিবের ধন সম্পদের রক্ষক তাকে তার রক্ষণা-বেক্ষণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে।” (বুখারী ও মুসলিম)

২- হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! সব থেকে বড় পাপ (গোনাহ) কি?’ তিনি বললেন, “যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন তার সঙ্গে অন্যকে সমকক্ষ মনে করা। আমি বললাম, ‘অতঃপর কোন পাপ?’ তিনি বললেন, “সন্তানকে এই ভয়ে হত্যা করা যে, সে তোমার সঙ্গে থাবে।” আমি বললাম, ‘তারপর কোন পাপ?’ তিনি বললেন, “প্রতিবেশীর স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করা।” (বুখারী ও মুসলিম)

৩- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, “তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজের সন্তানদের মাঝে সুবিচার কর।” (বুখারী ও মুসলিম)

অর্থাৎ নিজের সন্তানদের মাঝে মালধন ও উপহার দেওয়ায় এবং প্রত্যেক বিষয়ে ইনসাফ কর।

৪- আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, “প্রত্যেক শিশু ইসলামী প্রকৃতি নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে। অতঃপর তার মাতা-পিতা তাকে ইহুদী, নাসারা অথবা মজুসী (অগ্নিপূজক) বানিয়ে থাকে। যেমন, চতুর্পদ জন্ম অনুরূপ জন্মই জন্ম দিয়ে থাকে। তার মধ্যে কান কাটা দেখ কি? (বুখারী)

অর্থাৎ ইসলামী প্রকৃতিতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তাদের সন্তানকে তারা ইহুদী বানিয়ে দেয়। তাদের তুলনা করা হয়েছে ঐ প্রকার

চতুর্দশ জন্মের সঙ্গে, যে ক্রটিহীন হয়ে জন্ম নেওয়ার পর তার কান কাটা হয়ে থাকে। (ফতহলবারী ৩/২৫০)

৫- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, “নিজ মাতাপিতাকে গালি-মন্দ করা কাবীরা গোনাহসমূহের অন্যতম। আর তা এইভাবে যে, কোন ব্যক্তি যখন অন্য কোন ব্যক্তির পিতাকে গালি দেয় তখন সে ব্যক্তি তার পিতাকেও গালি দেয়। এবং যখন কোন ব্যক্তির মাতাকে গালি দেয় তখন সে ব্যক্তি তার মাতাকে গালি-মন্দ করে থাকে।” (বুখারী ও মুসলিম)

৬- এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমার কাছ থেকে সম্বৃদ্ধির পাওয়ার সবচেয়ে বেশী অধিকারী কে? তিনি বললেন, “তোমার মা।” সে বলল, অতঃপর কে? তিনি বললেন, “তোমার মা।” সে বলল, অতঃপর কে? তিনি বললেন, “তোমার বাপ।” (বুখারী ও মুসলিম)

পিতামাতা এবং শিক্ষকের দায়িত্ব

আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿إِنَّمَا قُوَّةُ أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا﴾

অর্থঃ- হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেকে ও স্থীয় পরিবারবর্গকে জাহানামের অগ্নি হতে রক্ষা কর। (সূরা তাহরীম)

মাতাপিতা, শিক্ষক এবং সমাজকে এই প্রজন্মের প্রশিক্ষণের ব্যাপারে আল্লাহর সম্মুখে জবাবদিহি করতে হবে। সুতরাং যদি তাঁরা উক্ত প্রজন্মকে সুপ্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন তবে তাঁরা এবং সেই

প্রজন্ম সকলেই ইহকাল ও পরকালে ভাগ্যবান হবেন।

আর যদি তাঁরা তাঁদের প্রশিক্ষণে দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেন তবে সে প্রজন্ম হবে দুর্ভাগ্য। আর সন্তানদের গোনাহ তাঁদের ঘাড়ে চাপবে। এ সম্পর্কে হাদীসে এসেছে, “তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল আর প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।” (বুখারী ও মুসলিম)

হে শিক্ষক মহাশয়গণ! আপনার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর বাণীতে সুসংবাদ রয়েছে।

“আল্লাহর শপথ! যদি আল্লাহ তোমার দ্বারা একজন মানুষকে হিদায়াত দেন তবে তা তোমার জন্য লাল উট অপেক্ষা উন্নত।” (বুখারী ও মুসলিম)

হে সন্তানের মাতা-পিতাগণ! আপনাদের জন্যও এই সহীহ হাদীসে সুসংবাদ রয়েছে।

“যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন তিনটি আমল ব্যতীত তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। (১) সাদ্কা জারীয়াহ (যে সদ্কার সওয়াব জরী থাকবে) (২) এমন বিদ্যা যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হবে। (৩) সুসন্তান যে তার মাতা-পিতার জন্য দুআ করবে।” (মুসলিম)

অতএব হে প্রতিপালনকারীগণ! সর্ব প্রথম আপনি নিজের সংস্কার করুন। কেননা, আপনি যা কিছু নিজ সন্তানের সামনে করবেন তা তারা ভাল কর্ম ভেবে করবে। আর যা কিছু আপনি বর্জন করবেন সেটাকে তারা খারাপ ভাববে। সন্তানদের সামনে শিক্ষক এবং মাতাপিতার সম্বৃহারই হল তাদের সর্বোক্তম প্রশিক্ষণ।

প্রতিপালনকারী ও শিক্ষকগণের দায়িত্ব

১- শিশুকে (লা ইলা-হা ইন্নাল্লাহ, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ) বলতে শিখানো।

আর যখন সে বড় হতে লাগবে তখন তাকে তার অর্থ বোঝানো যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর রসূল।

২- সন্তানদের অন্তরে আল্লাহর ভালবাসা এবং তাঁর প্রতি দ্রৃঢ় বিশ্বাস বদ্ধমূল করা। কেননা, আল্লাহই হলেন আমাদের সৃষ্টিকর্তা, অন্যদাতা, সাহায্যকারী। তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই।

৩- সন্তানদের শিক্ষা দেওয়া যে, তারা যেন কেবলমাত্র আল্লাহরই নিকট চায় ও তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁর চাচাতো ভায়ের উদ্দেশ্যে বললেন, “যখন তুমি কিছু চাইবে তখন আল্লাহরই নিকট চাও। আর যখন সাহায্য চাইবে তখন আল্লাহরই নিকট সাহায্য চাও। (তিরমিয়া)

হারাম কর্ম হতে সতর্ক করা

১- সন্তানদেরকে (কুফরী) অবিশ্বাস, গাল-মন্দ, অভিশাপ ও অশ্লীল কথাবার্তা থেকে সাবধান করা। তাদেরকে ন্যায়ভাবে বোঝানো যে, কুফরী করা হচ্ছে হারাম যা বিশেষ ক্ষতিকর তথা জাহানাম প্রবেশের প্রধানতম কারণ। সুতরাং তাদের সামনে আমাদের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রিত করা বিশেষ প্রয়োজন। যাতে আমরা

যেন তাদের জন্য উত্তম আদর্শ হতে পারি।

২- তাদেরকে আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা থেকে ভীতি প্রদর্শন করা। আর শিরুক বলে আল্লাহ ব্যতীত মৃত ব্যক্তিদের ডাকা এবং তাদের নিকট হতে সাহায্য প্রার্থনা করা। অথচ তারা আল্লাহরই দাস; উপকার বা অপকার কিছুরই শক্তি রাখে না।

এ ব্যাপারে আল্লাহ জাল্লা শানুহ বলেন,

﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَفْعُلُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ

إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾

“তুমি আল্লাহ ছাড়া এমন কাউকেও ডেকো না যে তোমার উপকার ও ক্ষতি কোনটাই করতে পারে না। সুতরাং তুমি যদি এই প্রকার কর তাহলে তুমি অবশ্যই অত্যাচারী (মুশরিক)দের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সুরা ইউনুস)

৩- সন্তানদেরকে জুয়া খেলা সহ ঐ প্রকার সকল খেলাধুলা হতে সাবধান করা জরুরী। যেমন, লটারী ও ডাইস খেলা প্রভৃতি; যদিও তা মনকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য খেলা হয়। কেননা, ঐ প্রকার খেলাধুলা জুয়ার দিকে টেনে নিয়ে যায়, হিংসা ও বিশেষ সৃষ্টি করে এবং তাদের মাল-ধন তথা সময়ের বিশেষ ক্ষতি সাধন করে। আর নষ্ট হয় তাদের নামাযও।

৪- সন্তানদেরকে অশ্লীল পত্রিকা পড়া, অশ্লীল ও নগ্নচিত্র-বিশিষ্ট, পুলিসী ও যৌনমূলক উপন্যাস ও গল্পাদি পড়া থেকে বিরত রাখা। এবং সিনেমা ও টেলিভিশনে ঐ শ্রেণীর ছবি দেখা হতে বিরত রাখা;

যে সমস্ত ছবি তাদের চরিত্রে ও ভবিষ্যতের জন্য বিশেষ ক্ষতিকর।

৫- সন্তানকে তামাক ও ধূমপান করা হতে সতর্ক করা। এবং

তাকে বোঝানো যে, সমস্ত ডাক্তারের সর্বসম্মতিক্রমে ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। তাতে ক্যানসার নামক মারাত্মক রোগের সৃষ্টি হয়, দাঁত বিনষ্ট হয়ে যায়। তার গন্ধ অপছন্দনীয়, বুকের বিভিন্ন যন্ত্রকে খারাপ করে ফেলে, যার ক্ষতি ছাড়া কোনই উপকার নেই। অতএব তা পান করা ও বেচাকেনা অবৈধ। বরং তার পরিবর্তে ফলমূল ও নোনতা জাতীয় খাদ্য খাওয়ার জন্য ধূমপায়ীকে নসীহত করা প্রয়োজন।

৬- সন্তানদেরকে কথায় ও কাজে সত্য বলার অভ্যাস করানো। এইভাবে যে, আমরা তাদের সম্মুখে মিথ্যা বলবো না; যদিও তা ঠাট্টা-উপহাসছলে হোক না কেন। আর আমরা যখন তাদের সাথে কোন কাজের অঙ্গীকার করবো তা অবশ্যই পূরণ করবো। হাদীসে বর্ণিত আছে, কোন ব্যক্তি যখন ছেলেকে ডেকে বলে, ‘এস নাও।’ অতঃপর সে তাকে কিছু দেয় না। তো এটাও একটি মিথ্যা। (হাদীসটি সহীহ আহমদ বর্ণনা করেছেন।)

আমরা যেন আমাদের সন্তানদেরকে হারাম মাল ভক্ষণ না করাই। যেমন ঘুস, সূদ ও চুরির মাল ইত্যাদি। আর সেই মাল যা ধোকা দিয়ে উপার্জন করা হয়। কেননা, ঐ সব মাল তাদের দুষ্টামি, অবাধ্যতা ও ঔন্ধত্যের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

৮- সন্তানদের উপর গবেষণা কিংবা ধূৎসের বদ্বুআ না করা। কেননা, এরূপ দুআ কখনো কখনো কবুল হয়ে থাকে, তা মঙ্গলের হোক বা অঙ্গলের। আর সম্ভবতঃ এতে সন্তানদের পথভৃষ্টতা অধিক বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং সন্তানকে ‘আল্লাহ তোকে শুধ্রাক (সংশোধন করুক)’ বলাই আমাদের জন্য উত্তম।

নামায শিক্ষা

১- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর সহীহ হাদীস অনুযায়ী বালক-বালিকাকে ছোট অবস্থায় নামাযের শিক্ষা দেওয়া অতি প্রয়োজন। যাতে তারা বড় হলে নামাযকে অতি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে।

আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, “তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে নামাযের শিক্ষা প্রদান কর যখন তাদের বয়স সাত বছর হবে। আর দশ বছর বয়স হলে (নামায না পড়ার কারণে) তাদেরকে প্রত্যার এবং তাদের বিচানা পৃথক করে দাও।” (সহীহ আহমদ)

আর তাদের সামনে ওয়ু করে ও নামায পড়ে তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া যায়। তাদেরকে সঙ্গে করে মসজিদে নিয়ে যাওয়া এবং এমন বই পড়তে উৎসাহিত করা যাতে নামাযের পদ্ধতি পরিবেশিত হয়েছে। যাতে পরিবারের সকল সদস্য নামাযের আহকাম শিখে নিতে পারে। আর শিক্ষক ও পিতামাতার কাছ হতে এটাই বাঞ্ছনীয়। এ বিষয়ে প্রত্যেক ক্রটি সম্পর্কে আল্লাহ তাদেরকে কৈফিয়ত করবেন।

২- সন্তানদেরকে কুরআন শরীফের তেলাঅত শিক্ষা দেওয়া। সুতরাং আমাদের উচিত তাদেরকে সূরা ফাতিহা ও ছোট ছোট সূরা এবং নামাযের জন্য (আত্তাহিয়াতু) মুখস্থ করানোর মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ করা ও তাজবীদ (কুরআন শুন্দরভাবে পড়া), কুরআন ও হাদীস হিফয় (মুখস্থ) করানোর উদ্দেশ্যে তাদের জন্য শিক্ষক নিয়োগ করা।

৩- সন্তানদেরকে জুম্বার দিন ও প্রত্যেক ওয়াক্ত মসজিদে নিয়ে গিয়ে লোকদের পিছনে কাতারে জামাআতের সহিত নামায আদায় করার উৎসাহ দেওয়া। আর যদি তারা কিছু ভুলভাস্তি করে ফেলে তাহলে তাদেরকে নম্রভাবে বোঝানো।

অতএব তাদেরকে ধরক দিয়ে বা জোর গলায় কিছু না বলাই উচিত। কারণ, হতে পারে তারা এতে নামায ত্যাগ করে দিতে পারে। যার ফলে আমরা গুনাহগার হয়ে যাব।

৪- সন্তানদেরকে সাত বছর বয়সে রোষা রাখার অভ্যাস করানো; যাতে তারা সাবালক হতে হতে রোষা রাখায় অভ্যস্ত হয়ে যায়।

মেয়েদের পর্দা

১- মেয়েদেরকে বাল্যকাল হতেই পর্দার প্রতি উদ্বৃদ্ধ করা যেন তারা সাবালিকা হলেই তার অনুবত্তিনী হয়। অতএব আমরা তাদেরকে খাট পোষাক পরিধান করাবো না। আর তাদেরকে বিশেষ করে প্যান্ট-শার্ট পরাবো না। কারণ, এতে পুরুষের অনুকরণ তথা বিধৰ্মীদের আনুগত্য হয়ে থাকে এবং যুবকদের উদ্রেজনা ও ফিৎনার কারণ হয়। আমাদের উচিত, তাদেরকে সাত বছর বয়স হতেই মাথা ঢাকার জন্য উড়না ব্যবহার করতে নির্দেশ করা এবং সাবালিকা হলেই মুখমণ্ডল ঢাকার উপদেশ দেওয়া। আর যথাসম্ভব পর্দার উদ্দেশ্যে কাল রঙের লম্বা ও চিলে ঢালা পোষাক (বোরকা) পড়ার আদেশ দেওয়া; যাতে তাদের মান-সম্মত বজায় থাকে। পবিত্র কুরআন সমস্ত মু'মিন নারীগণকে পর্দার প্রতি আহ্বান করে;

আল্লাহ জাল্লা শানুহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَا زَوْاجٌ لَكَ وَبَنَاتُكَ وَنِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ يُدْرِكُنَّ عَلَيْهِنَّ
مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، ذَلِكَ أَذْنِي أَنْ يُعْرَفَ فَلَا يُؤْذِنُونَ﴾

“হে নবী! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তুমি তোমার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ ও ঈমানদার লোকের স্ত্রীগণকে বলে দাও যে, তারা যেন তাদের নিজেদের উপর নিজেদের চাদরের কিয়দংশ ঝুলিয়ে নেয়। এতে তাদেরকে চিনতে পারা সহজ হবে ও তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা (কষ্ট দেওয়া) হবে না। (সূরা আহ্যাব ৫৯ আয়াত)

আল্লাহ আয্যা অজাল্ল মু'মিন নারীদেরকে পর্দাহীনতায় থাকতে ও মুখমণ্ডল খুলে রাখতে নিষেধ করেন। তিনি বলেন,

﴿وَلَا تَبْرُجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾

অর্থাৎ, আর তোমরা পুরাতন অজ্ঞতার ঝুগের ন্যায় সাজগোজ করে নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়িও না। (সূরা আহ্যাব ৩৩ আয়াত)

২- ছেলেমেয়েদেরকে উপদেশ দেওয়া, যেন তারা এক অপর থেকে ভিন্ন জাতীয় পোষাক পরিধান করে; যাতে ছেলে ও মেয়েদের মাঝে পৃথক করা সহজ হয়। আর তারা যেন বিধৰ্মীদের পোষাক তথা তাদের আনুরূপ্য করা থেকে বিরত থাকে। যেমন, অতি টাইটফিট প্যান্ট অথবা কোন ক্ষতিকর সভ্যতা (?) অবলম্বন না করে।

সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, “ আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সেই সমস্ত পুরুষের উপর অভিসম্পাত করেছেন, যারা নারীদের সাদৃশ্য অবলম্বন করে। আর সেই নারীগণের উপরও অভিসম্পাত করেছেন যারা পুরুষের সাদৃশ্য

অবলম্বন করে। আর নারী বেশধারী পুরুষ এবং পুরুষ বেশধারিণী নারীদের উপরও তিনি অভিশাপ করেছেন।” (বুখরী)

অন্যত্রে নবী সাল্লাম্বাহ আলাইহি অসাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের বেশ ধারণ করবে সে তাদেরই মধ্যে গণ্য হবে। (আবু দাউদ, হাদীসটি সঙ্গীহ)

সচরিত্র ও আদব

১- আমাদের উচিত শিশুকে ডান হাত দ্বারা পানাহার ও লেনদেনে অভ্যন্ত করানো এবং বসা অবস্থায় যেন পানাহার করে আর পরিশেষে ‘আল হামদুল্লাহ’ বলে তার খেয়াল রাখা।

২- শিশুকে পরিষ্কার-পরিছন্নতায় অভ্যাস করানো। এইভাবে যে, সে যেন নখ কাটে, খাওয়ার পূর্বে ও শেষে হাত ধূয়ে পরিষ্কার করে নেয়। আর তাকে প্রস্তাব পায়খানার নিয়ম পদ্ধতি উচিতভাবে শিখানো; যাতে সে প্রস্তাব করার পর কুলুখ (চেলা অথবা টিসু পেপার) ব্যবহার করে অথবা পানি থাকলে তা দিয়ে যেন ধূয়ে পরিষ্কার করে, যাতে নামায শুন্দ হয় এবং কাপড় অপবিত্র না থেকে যায়।

৩- আমাদের উচিত তাদেরকে নিরিবিলি পরিবেশে নতুনভাবে নসীহত করা, এইভাবে যে, যদি তারা কোন ক্রটি করে ফেলে তবুও তাদেরকে ভর্তসনা করবো না। তারপরও যদি তারা অবাধ্যতায় অবিচল থাকে তাহলে তাদের সঙ্গে তিনি দিন কথাবার্তা বন্ধ করে দিব। তবে তিনি দিনের অধিক নয়। (কারণ, তিনি দিনের অতিরিক্ত কারো সাথে কথাবার্তা বন্ধ রাখাকে শরীয়ত অবৈধ ঘোষণা করেছে।)

৪- আয়ানের সময় সন্তানদেরকে নীরব থাকার উপদেশ করা এবং মুয়ায়মেন যা বলেন ঠিক সেইরূপ উত্তর দিতে বলা। অতঃপর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর উপর দরুদ ও অসীলার দুআ পাঠ করতে উদ্বৃদ্ধ করা।

আর অসীলার দুআটি হল নিম্নরূপঃ-

اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدُّعْرَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ أَتَ مُحَمَّداً الْوَسِيلَةَ وَالْفَضْيْلَةَ
وَأَبْعَثْنَا مَقَاماً مَحْمُودًا لِلَّذِي وَعَدْنَا.

উচ্চারণঃ- আল্লাহম্মা রাক্তা হা-যিহিদ দা'অতিত তা-ম্মাহ, অস্সালা-তিল ক্তা-যিমাহ, আ-তি মুহাম্মাদানিল অসীলাতা অল ফাযীলাহ, অবআসহ মাক্তা-মাম মাহমুদানিল্লায়ি অআতাহ।

অর্থঃ- “হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠালাভকারী নামায়ের প্রতিপালক, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে অসীলা (জামাতের এক সুউচ্চ স্থান) ও মর্যাদা দান কর এবং তাকে মাক্তামে মাহমুদে (প্রশংসিত স্থানে) অধিষ্ঠিত কর; যার তুমি অঙ্গীকার করেছ।” (বুখারী)

৫- সম্ভব হলে ছেলে-মেয়েদের জন্য পৃথক পৃথক বিছানার বন্দোবস্ত করা উচিত। না হলে আলাদা আলাদা লেপের ব্যবস্থা করা জরুরী। ছেলেমেয়েদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শয়নকক্ষ নির্দিষ্ট করা উত্তম। তাতে তাদের চরিত্র তথা স্বাস্থ্যের সুরক্ষা বজায় থাকবে।

৬- শিশুদেরকে অভ্যন্ত করানো যেন তারা পথে ঘাটে কোন প্রকার কষ্টদায়ক বস্তু ও ময়লা-আবর্জনা না ফেলে। বরং এধরনের বস্তু পথে-ঘাটে দেখতে পেলে তা যেন উঠিয়ে ফেলে দেয়।

৭- চরিত্রহীন সঙ্গী-সাথী হতে তাদেরকে সতর্ক রাখা এবং তারা রাস্তা-ঘাটে যাতে না দাঁড়ায় তার প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত।

৮- শিশুদেরকে ঘরে, রাস্তা-ঘাটে এবং শ্রেণীকক্ষে (ক্লাসে) ‘আস্সালামু আলাইকুম অরাহমাতুল্লাহি অবারাকাতুহ’ (অর্থাৎ তোমাদের উপর আল্লাহর শান্তি, দয়া ও বরকত বর্ষিত হোক।) বাক্য দ্বারা সালাম প্রদান করা শিখানো।

৯- সন্তানদেরকে পাড়া প্রতিবেশীর সহিত সম্বুদ্ধতার আর তাদেরকে কোন প্রকার কষ্ট না দেওয়ার উপদেশ দেওয়া।

১০- সন্তানদেরকে অতিথির আদর ও সম্মান করার অভ্যাস করানো। আর তার জন্য যথোচিত খাবার পরিবেশন করতে বলা।

জিহাদ ও বীরত্ব

১- পরিবারবর্গ ও ছাত্রদের জন্য একটি নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তাতে শিক্ষক মহাশয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এবং সাহাবাদের জীবনীর পুস্তক পড়বেন। যাতে করে তারা জানবে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম একজন বীর পুরুষ ও নেতা ছিলেন। আর হযরত আবু বকর, উমর, উসমান, আলী ও মুয়াবিয়ার মত তাঁর সাহাবাগণ নানান দেশ বিজয় করেছেন। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছি। আর তাঁরা কেবলমাত্র নিজেদের দৃঢ় ঈমান, জিহাদী মনোবল, কুরআন-হাদীসের নির্দেশাবলী বাস্তবায়ন করে এবং তাঁদের মহান চরিত্রের ফলে বহু দেশে বিজয়ী হয়েছেন।

২- সন্তানদেরকে বীরত্ব, সৎকর্মের আদেশ ও অসৎকর্মে বাধা প্রদান করার উপর প্রশিক্ষণ ও প্রতিপালন করা এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকেও ভয় না করার শিক্ষা দেওয়া। আর

তাদেরকে মিথ্যা কাহিনী বলে অথবা কোন কাল্পনিক ও অবাস্তর কথা বলে ভয় প্রদর্শন করা বৈধ নয়।

৩- আমরা যেন সন্তানদের অন্তরে ইহুদী ও অত্যাচারীদের অন্যায়ের প্রতিশোধ নেওয়ার স্পৃহা জাগাই। আর আমাদের যুবকরা যখন ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা ও আল্লাহর পথে জিহাদ করার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে তখন তারা অতিসত্ত্ব প্যালেন্টাইন এবং জেরুয়ালেমের বাইতুল মাক্দাস স্বাধীন করবে। আল্লাহর হুকুমে তারা বিজয় লাভ করবে।

৪- প্রশিক্ষণমূলক উপকারী কাহিনী পুস্তক ক্রয় করা; যেমন, ঐ সকল বইপত্র; যাতে রয়েছে পবিত্র কুরআনের বর্ণিত ঘটনাবলী, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর জীবনী, সাহাবাগণের সাহসিকতাপূর্ণ কার্যাবলী এবং মুসলিম মুজাহিদের বীরত্বের আলোচনা।

দৃষ্টান্তস্বরূপ কতিপয় পুস্তকের নাম নিম্নে দেওয়া হলঃ-

- (১) আশ শামায়িলুল মুহাম্মদীয়াহ (মুহাম্মদী সদাচার)
- (২) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর চরিতাবলী
- (৩) ইসলামী আচার-ব্যবহার।
- (৪) ইসলামী আকীদাহ যা কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে রচিত ইত্যাদি।

সন্তানদেরকে কোন জিনিস দেওয়ায় সুবিচার

নো'মান বিন বাশীর কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে কিছু মাল দিলেন। অতঃপর আমার মাতা (আমরাহ

বিনতে রাওয়াহা) বললেন, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত সন্তুষ্ট নই যতক্ষণ পর্যন্ত এ ব্যাপারে তুমি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে সাক্ষী না মানবে। সুতরাং আমার পিতা নবী ﷺ এর নিকট আমাকে দেওয়া মালের উপর তাঁকে সাক্ষী রাখতে গেলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাকে বললেন, “তুমি কি এই প্রকার সমস্ত সন্তানদের সহিত করেছ?” তিনি বললেন, না। তখন আল্লাহর রসূল বললেন, “তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আর নিজ সন্তানদের মাঝে সুবিচার কর।” (বুখারী ও মুসলিম)

আরো এক বর্ণনায় রয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, “তাহলে আমাকে এ ব্যাপারে সাক্ষী মেনো না। কারণ, আমি অন্যায়ের উপর সাক্ষ্য দেব না।”

হে মুসলিম ভাই! আপনার সন্তানদের মাঝে কোন জিনিস দেওয়ায় ও উইল করায় ন্যায় পরায়ণতা অবলম্বন করুন। ওয়ারেসীনদের মধ্যে কাউকে তার হক থেকে বঞ্চিত করবেন না। বরং আপনার উচিত আল্লাহ যে ভাগ-বন্টন নির্দিষ্ট করেছেন তাতে সন্তুষ্ট হওয়া। কিছু ওয়ারেসীনকে কিছু মাল দিয়ে এবং বাকীকে বঞ্চিত করাতে আপনি প্রবৃত্তি ও আসঙ্গির অনুসরণ করবেন না। নচেৎ আপনি নিজের জানকে দোয়খে প্রবেশের জন্য পেশ করবেন। বর্তমান যুগে অধিকাংশ ব্যক্তি নিজের ধন-সম্পদ তাদের কিছু সংখ্যক ওয়ারেসকে লিখে দেয়। যার কারণে তাদের মধ্যে হিংসা বিদ্রে সৃষ্টি হয় এবং তারা কোটে মুকাদ্দামা নিয়ে গিয়ে হাকীম ও উকীলের পশ্চাতে মালধন অপব্যয় করে থাকে।



যুবসমস্যার সমাধান

যুবকদের সমস্যা সমাধানের উত্তম পদ্ধতি হল বিবাহ করা; যদি তা সম্ভব হয় এবং তার সমস্ত উপায়-উপকরণ সহজ হয়ে উঠে; যেমন, মোহর দেওয়ার ক্ষমতা ইত্যাদি।

এ ব্যাপারে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, “হে যুবকের দল! তোমাদের মধ্যে কেউ যদি স্ত্রী ভরণ-পোষণের সামর্থ্য রাখে তাহলে সে যেন অবশ্যই বিবাহ করে নেয়। কেননা, বিবাহ চক্ষুদ্বয়কে সংযত রাখে এবং গুপ্তাঙ্গকে হেফায়ত করে। আর যদি কেউ ভরণ-পোষণের সামর্থ্য না রাখে তাহলে সে যেন রোয়া রাখে। কেননা, রোয়া তার জন্য ঢাল স্বরূপ।” (বুখারী ও মুসলিম)

বিবাহ পড়াশুনা সম্পন্ন করতে বাধা দেয় না যদি যুবক ধনী পরিবারের হয়ে থাকে এবং তার সমস্ত প্রয়োজনে তার পিতাই যথেষ্ট হন। কিংবা যুবকের নিকট যদি মাল-ধন অথবা চাকুরী থাকে।

পিতা যদি ধনী হন আর পুত্র যুবক হয়ে যায় তাহলে পিতার জন্য আবশ্যক তিনি যেন তাঁর পুত্রের বিবাহ দিতে বিলম্ব না করেন। কেননা, এই প্রকার করা নিজের ছেলেকে বিনা বিবাহে এমনভাবে ছেড়ে দেওয়ার চেয়ে উত্তম যাতে সে বেশ্যালয়, অশ্লীলতা ও নোংরামীর পথে পা বাড়ায়। আর এ কাজে পিতাকে বদনাম করে যাতে পিতা নিজের এবং ছেলের উপর ঝুলুম করে বসে।

ছেলে যদি ধনী হয় তবে তার পিতার নিকট তার বিবাহের জন্য প্রস্তাব রাখা আবশ্যিক। অবশ্য এ প্রস্তাবে সে ন্যূনতা অবলম্বন করবে। আর তাঁকে রাজী করাতে যত্নবান হবে এবং এ ব্যাপারে তাঁর সাথে উত্তম আচরণ করবে।

প্রত্যেক ব্যক্তির জেনে রাখা দরকার যে, আল্লাহ কিছু সংখ্যক জিনিসকে হারাম করেছেন কিন্তু তার পরিবর্তে তিনি অন্য জিনিসকে হালাল করেছেন। যেমন, তিনি সুদকে হারাম করেছেন আর ব্যবসা-বাণিজ্যকে করেছেন হালাল। ব্যক্তিচারকে হারাম করেছেন আর বিবাহকে করেছেন হালাল। আর এটাই হল যুব-সমস্যার উত্তম সমাধান।

দরিদ্রতার কারণে মোহর ও খোরাক যোগানোর শক্তি না থাকার ফলে যখন যুবকের পক্ষে বিবাহ করা সম্ভব হবে না তখন তার সমস্যা দূরীকরণের উত্তম উপায় হল :-

১- রোয়া রাখা। অর্থাৎ পূর্বোক্ত হাদীসকে বাস্তবায়ন করা (“যদি কেউ স্ত্রীর ভরণ-পোষণের সামর্থ্য না রাখে তাহলে তার জন্য রোয়া রাখা আবশ্যিক। কেননা, রোয়া তার জন্য ঢাল স্বরূপ।”) অর্থাৎ রোয়া হল যুবকের জন্য হিফায়তকরী। কারণ, তা যৌন উত্তেজনাকে হালকা করে ফেলে।

কেবলমাত্র পানাহার করা হতে বিরত থাকারই নাম রোয়া নয়। বরং নিষিদ্ধ জিনিস না দর্শন করা, (অবৈধ)নারীদের সঙ্গে অবাধ মিলামিশা করা, উত্তেজনাপূর্ণ ও নগ্ন নাটক, যৌনপূর্ণ সিরিজ দর্শন না করাও তার অন্তর্ভুক্ত।

যুবকের জন্য নারী হতে চক্ষু সংযত করা একান্ত প্রয়োজন। কেননা, আল্লাহ পাক পবিত্রতার সাথে সুস্থৃতা রেখেছেন। আর প্রবৃত্তির অনুসরণে রয়েছে রোগ ও মসীবত যদি তা হতে সতর্ক না হওয়া যায়। কেউ যেন বৈধ পদ্ধতি ছাড়া নারীর প্রতি দ্রুক্পাত না করে। আর বৈধ পদ্ধতি হল বিবাহ করা, যাতে রয়েছে সুনাম ও সুন্দর প্রভাব।

২- উত্তেজন ও সংযমন

মনোবিজ্ঞানিগণ বলেন, মানুষের যৌন প্রকৃতিকে উত্তেজন ও বিবর্ধন করা সম্ভব। সুতরাং যদি তোমার জন্য বিবাহ সহজ না হয় তাহলে অশ্লীলতা ও যৌনতার নিকটবর্তী হয়ে না। বরং তুমি সংযমন অবলম্বন কর। আর সংযমন এই যে, তুমি আধ্যাত্মিক উপায়ে তোমার মন হতে যৌনচিন্তা দূর কর। যেমন, নামায পড়া, রোয়া রাখা, কুরআন ও নববী হাদীসপাঠ, চিন্তাকষ্টী জীবনী পাঠ প্রভৃতি। অথবা কোন কর্মে মনোনিবেশ করা, কোন গবেষণা বা রচনায় নিমগ্ন হওয়া, চিত্রাঙ্কন যেমন; নদী, বৃক্ষ, লতা-পাতা, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি প্রাণী-বর্জিত দৃশ্য আৰ্কা। অথবা ঝাড়বাজী প্রভৃতি তৈরী করা উপকারী শিল্প প্রবনতা।

৩- শারীরিক ব্যায়াম; তা হল শারীরিক শ্রম। অতএব তার প্রতি অগ্রসর হওয়া, শরীর চর্চায় যত্নবান হওয়া এবং যুবক যুবতীর অবাধ মিলা-মিশা হতে শুন্য (এন সি সি)তে যোগদান ও সাহিত্য সমিতিতে শরীক হওয়া -এ সমস্ত কর্ম যুবককে যৌন প্রবৃত্তির চিন্তা হতে উদাসীন করে দেয় এবং ব্যক্তিচার হতে তাকে দূরে রাখতে সহয়তা করে; যা যুবকদের শারীরিক ও চারিত্রিক এবং দ্বিনৈ ক্ষতিকর হয়।

যখন যুবকগণ যৌনক্ষুধা অনুভব করবে তখনই তার উচিত কোন শারীরিক কর্মে মনোযোগী হয়ে ঐ অতিরিক্ত শক্তিকে ব্যয় করা। যেমন, লস্বা দূরত্ব দৌড়ান, তারী বস্ত্র বহন, কুস্তি খেলা, যে কোন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ, তীর চালানো শিক্ষা করা, সাঁতার কাটা, ইলমী প্রতিযোগিতা করা প্রভৃতি যৌন শক্তিকে হালকা করে।

৪- দ্বিনী কিতাবপত্র ; তন্মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিতাব

কুরআন পাক, হাদীস ও তফসীরের কিতাব পাঠ করা। আর কুরআন ও হাদীস হতে কিছু কিছু মুখস্থ করা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জীবনী, খুলাখায়ে রাশেদীনগণের, বড় বড় চিন্তাবিদদের ইতিহাস পড়া, এবং ‘রেডিও কুরআন কারীম’ প্রভৃতি কেন্দ্র থেকে দ্বিনী ও ইল্মী ওয়ায় নসীহত ও কুরআন মাজীদ শ্রবণ করা।

সার কথা হল এই যে, যুব সমস্যার উন্নত উষ্ণধ হল বিবাহ করা। সুতরাং কারো যদি সামর্থ্য না হয় তাহলে তার জন্য রোয়া, সংযমন, ব্যায়াম, লাভদায়ক শিক্ষা এ সব হল তার প্রশাস্তি ও শক্তি যা লাভদায়ক; ক্ষতিকর নয়। অতঃপর চক্ষুকে ঐ সমস্ত জিনিস হতে বিরত রাখা যে সমস্ত জিনিসের প্রতি দৃক্পাত করতে আল্লাহ পাক নিষেধ করেছেন। আর আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা তিনি যেন, তাদের বিবাহের পথকে সহজ করে দেন।

আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দুআ

আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি রাত্রে জেগে উঠে-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ. سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا
حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي.

উচ্চারণঃ- লাই লা-হা ইল্লাল্লাহু অহ্মাহ লা শারিকা লাল্লাহ লাল্লাল
মুলকু অলাল্লাল হামদু অহ্মাহ আলা কুল্লি শাইয়িন ক্ষাদীর। সুবহ-

নাল্লাহি অলহামদু লিল্লাহি অলা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু অল্লাহু
আকবার, অলা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ, আল্লাহুম্মাগ
ফিরলী।

(অর্থাৎ- আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মাঝুদ নেই। তিনি একক
তাঁর কোন অংশীদার নেই। সকল রাজত্ব ও সকল প্রশংসা তাঁরই
জন্য। তিনি হলেন সর্বোপরি শক্তিমান। আল্লাহ পৃত পবিত্র ও
সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য
নেই। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া ভাল কাজ করার এবং মন্দ কাজ
থেকে ফিরার কারো শক্তি নেই) -বলে। অতঃপর বলে, হে আল্লাহ!
আমাকে ক্ষমা কর অথবা সে অন্য যে কোন দুআ (প্রার্থনা) করে
তবে তার দুআ কবুল করা হয়। অতঃপর যদি সে ওযু করে নামায
আদায় করে তবে তার নামায গ্রহণ করা হয়।” (বুখারী)

জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিপদ্ধি

১- আল্লাহ জাল্লা শানুহ বলেন,

السَّأْلُ وَالْبُشْرُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَاِ

অর্থাৎ , “মাল-ধন ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য।
(সুরা কহাফ ৪৬ আয়াত)

ধনদোলত ও সন্তান-সন্ততি ইলাহী নিয়ামত (দান); যা
প্রকৃতিগতভাবে মানুষ অর্জন করতে চেষ্টা করে। আর তা হল
পৃথিবীর সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু মানুষের মাঝে শয়তান শ্রেণীর
লোকগণ কিছু সংখ্যক মানুষকে প্রকৃতির বিরোধিতা করে সন্তান-
সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করার কুপরাম্ব দিয়ে থাকে। কিন্তু তারা তাদের

অর্থ ও মালধন নিয়ন্ত্রিত সংখ্যার মধ্যে করতে বলে না। অথচ ধন-মাল ও সন্তান-সন্ততি মানুষের জাগতিক সংসারে এবং মরণের পরপারেও যৌথ উপকার প্রদান করে থাকে। যেমন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

“যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন তার তিনটি আমল ব্যতীত সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। তা হল, সাদ্কা জারিয়া, এমন বিদ্যা যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়, সৎ সন্তান; যে তার মাতা-পিতার জন্য দুআ করতে থাকে।” (মুসলিম)

২- ইসলাম মানুষকে অধিক সন্তান গ্রহণ ও অধিক সন্তানদাত্রী নারীকে বিবাহ করতে উদ্ধৃত করেছে। এ ব্যাপারে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, “তোমরা খুব প্রেমময়ী অধিক সন্তানদাত্রী নারীকে বিবাহ কর। কেননা, আমি মহাপ্রলয় (কিয়ামত) দিবসে তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে অন্যান্য উম্মতের উপর ফখর করব।” (হাদীসটি বিশুদ্ধ)

৩- ইসলাম জন্ম নিয়ন্ত্রণ করায় অনুমতি প্রদান করে না। তবে স্ত্রীর রোগ থাকলে এবং কোন মুসলিম ডাক্তারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তা করতে পারে। এ ছাড়া মাল-ধন কমে যাবে ও গরীব হয়ে যাবে এই ভয়ে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা মোটেই বৈধ নয়।

এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লা বলেন، ﴿الشَّيْطَانُ يَعْدُكُمُ الْفَقْرَ﴾

অর্থাৎ, “শয়তান তোমাদেরকে অভাব-অন্টনের ভয় দেখায়। (সূরা বাক্সারাহ)

৪- ইসলামের দুশমনরা মুসলিমদের জনসংখ্যা হাস করতে নিতান্ত আগ্রহী ও সচেষ্ট। পক্ষান্তরে তারা নিজেদের জনসংখ্যা ও প্রজন্ম বৃদ্ধির জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে; যাতে

মুসলিমদের চেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে পারে এবং মুসলিমদেরকে পদদলিত ও লাঞ্ছিত করতে সম্ভব হয়। যেমন, মিসর ইত্যাদি মুসলিম রাষ্ট্রগুলির বাস্তব চিত্ত। তারা এই অপকৌশলের নাম রেখেছে ‘পরিবার পরিকল্পনা।’ এই নিমিত্তে তারা মুসলিমদেরকে এক টুকরা রুটি দেওয়ার স্থলে বিনামূল্যে গভনিরোধ ট্যাবলেট দিতে শুরু করেছে। এতে তারা ওদেরকে জন্ম নিয়ন্ত্রণে উৎসাহিত করে থাকে। সুতরাং দ্বীন-বিরোধী এই কর্মের বিপত্তি কি মুসলমানরা অনুধাবন করতে পেরেছে?

নামাযের ফয়ীলত ও তা ত্যাগ করা হতে ভীতি প্রদর্শন

আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেন,

هُوَ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، أُولَئِكَ فِي حَنَّاتٍ مُّكْرَمَةٍ

অর্থঃ- যারা নিজেদের নামাযের সংরক্ষণ করে। ঐসব লোকেরা সম্মান সহকারে জামাতের উদ্যানসমূহে অবস্থান করবে। (সূরা মাআরজ)

তিনি অন্যত্র বলেন,

أَقِمِ الصَّلَاةَ، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

অর্থঃ- নামায প্রতিষ্ঠা কর। নিঃসন্দেহে নামায অশীল ও কুকর্ম হতে বিরত রাখে। (সূরা আনকাবুত ৪৫ আয়াত)

তিনি আরো বলেন,

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَا هُونَ

অর্থ-৩- অতএব ধৃংস সেই সকল নামাযীর জন্য যারা তাদের নামায সম্বন্ধে উদাসীন। (সুরা মাউন ৪-৫ আয়াত)

(অর্থ-৩ নামায হতে গাফেল, যারা (বিনা ওজরে) নির্দিষ্ট সময় হতে বিলম্ব করে নামায আদায় করে।)

আল্লাহ জাল্লা শানুহ আরো বলেন,

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ حَاسِعُونَ﴾

অর্থ-৪- নিশ্চয় সাফল্য লাভ করেছে ঐ সব মু'মিনরা; যারা নিজেদের নামাযে বিনয় ও নতুনতা অবলম্বন করে। (সুরা মু'মিনুন ১-২ আয়াত)

তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ حَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَأَبْعَدُوا الشَّهْوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عِنَابًا﴾

অর্থ-৫- পরম্পরা তাদের পর এমন অযোগ্য লোকেরা এল যারা নামাযকে বিনষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করল। সুতরাং তারা অচিরেই পথভূট্টার সম্মুখীন হবে। (সুরা মারয়্যাদ ৫৯ আয়াত)

একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁর সাহাবাদের জিজ্ঞাসা করলেন, “যদি তোমাদের কারো ঘরের পাস দিয়ে কোন নদী প্রবাহিত হয় আর তার মধ্যে সে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে তাহলে বল, তার শরীরে কোন প্রকার ময়লা অবশিষ্ট থাকবে কি?” সাহাবাগণ প্রত্যুভাবে বললেন, না, তার শরীরে কোন প্রকার ময়লা বাকি থাকতে পারে না। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, “এরপ উদাহরণ হচ্ছে পাঁচ অযাক্ত নামাযের ক্ষেত্রে। আল্লাহ তা'আলা এ সব নামাযের কারণে গোনাহসমূহকে মার্জনা করে দিবেন।” (বুখারী ও মুসলিম)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন, “তাদের

(কাফেরদের) ও আমাদের মাঝে চুক্তি হল নামায। অতএব যে তা পরিত্যাগ করবে সে কাফের হয়ে যাবে।” (সহীহ মুসনাদে আহমদ)

আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসল্লাম অন্যত্র বলেন, “মু’মিন ব্যক্তি এবং শির্ক ও কুফরির মধ্যে পার্থক্য হল নামায পরিত্যাগ করা।” (মুসলিম)

ওয়ু ও নামায শিক্ষণ

ওয়ু :- প্রথমে দুইহাতের আস্তিন কনুই পর্যন্ত উঠাও তারপর (ওয়ুর নিয়ত করে) বিস্মিল্লাহ বল।

- ১- উভয় হাত কবজি পর্যন্ত তিনবার ধোত কর। অতঃপর তিনবার কুণ্ঠি কর এবং নাকে পানি নিয়ে নাক ঝাড়।
- ২- তারপর মুখমন্ডল ও দুই হাত কনুই সহ তিনবার করে ধোত কর। প্রথমে ডান হাত তারপর বাম হাত ধোও।
- ৩- অতঃপর সম্পূর্ণ মাথা উভয় কান সহ মাসাহ কর।
- ৪- তারপর তিনবার করে দুই পা গাঁট সহ (প্রথমে ডান পা তারপর বাম পা) ধোত কর।

তায়াম্মুম ৪- যখন তোমার পক্ষে পানি ব্যবহার ক্ষতিকর হবে এ অবস্থায় নামাযের জন্য ওয়ুর পরিবর্তে মুখমন্ডল এবং হস্তদ্বয় পবিত্র মাটি দ্বারা মাসাহ করবে।

ফজরের নামায

ফজরের ফরয নামায হল দুই রাকআত। নিয়তের স্তুল হল অন্তর।

(প্রক্ষণ যে নামায়ের নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা অথবা কোন বীঁধা-গড়া নিয়ত বলা
বিদ্যাত।)

১- প্রথমে কিবলামুখ হয়ে দাঁড়িয়ে দুই হাত কান বরাবর উঠাও
আর বল আল্লাহু আকবার।

২- ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপর রাখ এবং
পড়,

سَبِّحْنَاكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ.

উচ্চারণ :- সুবহা-নাকাল্লাহুম্মা অবিহামদিকা অতাবা-রাকাস-
মুকা অতাআ'লা জাদুকা অলা ইলা-হা গায়রুক।

অর্থ :- হে আল্লাহ! তুমি পাক পবিত্র। তোমারই সমস্ত প্রশংসা।
তোমার নাম বরকতপূর্ণ তুমি মহা মর্যাদার অধিকারী। আর তুমি
ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই।

(এছাড়া আরো অন্যান্য দুআ যা হাদীসে প্রমাণিত তা পড়া বৈধ।)

প্রথম রাকআতঃ-

প্রথমে নিঃশব্দে আউয়ু বিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বা-নির রাজীম ও
বিসমিল্লাহির রাহমা-নির রাহীম পড়বে।

অর্থঃ- আমি বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয়
প্রার্থনা করছি। পরম করুণাময় আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি যিনি
অতি দয়ালু বড় মেহেরবান। অতঃপর সূরা ফাতিহা পড়বে,

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، إِهْدِنَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرَ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٤﴾ آমিন

অর্থ :- “সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, যিনি নিখিল বিশ্বের প্রভু, যিনি অসীম দয়ালু বড় মেহেরবান। বিচার দিনের অধিপতি। আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সঠিক সুপথ প্রদর্শন কর; ঐ সব লোকের পথ যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ, তাদের পথ নয় যাদের উপর তুমি ক্রেত্বান্বিত এবং যারা পথভ্রষ্ট।” (কবুল করা।)

তারপর বিসমিল্লা-হির রাহমা-নির রাহীম বলে পড়বে,

فَلَمْ يَكُنْ لِّهُ أَحَدٌ، إِلَّا هُوَ الْحَمْدُ، وَلَمْ يَكُنْ لِّهُ كُفُورًا أَحَدٌ

অর্থ :- (হে মুহাম্মদ!) বলে দিন তিনি একক আল্লাহ। আল্লাহ নির্ভরস্থল। তিনি কারো জনক নন এবং জাতকও নন, আর কেউ তাঁর সমতুল্য নয়। (অথবা এ সূরা ছাড়া অন্য কোন সূরা পাঠ করবে।)

১- অতঃপর দুইহাত তুলে তকবীর (আল্লাহ আকবার) বলে রুকুতে যাবে এবং দুই হাঁটুর উপর হাত দুটিকে রাখবে। আর তিনবার سُبْحَانَ رَبِّ الْعَظِيمِ সুবহা-না রাখিয়াল আযীম, (অর্থাৎ, আমি আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা ঘোষণা করছি) বলবে।

২- তারপর উভয় হাত ও মাথা তুলে বলবে,

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ رَبِّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

উচ্চারণ :- সামিআল্লা-হ লিমান হামিদাহ। রাক্বানা লাকাল হাম্দ।

অর্থাৎ, “আল্লাহ তার কথা শুনলেন যে তার প্রশংসা করল। হে আল্লাহ আমাদের প্রভু! সমস্ত প্রশংসা কেবলমাত্র তোমারই জন্য।”

৫- তারপর তকবীর (আল্লাহু আকবার) বলে সিজদায় যাবে আর দুইহাতের তেলো, উভয় হাঁটু, কপাল, নাক এবং দুই পায়ের আঙুলগুলিকে মাটির উপর কিবলামুখী করে রাখবে ও তিনবার সুবহানা রাবিয়াল আ'লা (অর্থাৎ আমি আমার সুউচ্চ প্রভুর পবিত্রতা ঘোষণা করছি) পড়বে।

৬- অতঃপর আল্লাহু আকবার বলে প্রথম সিজদা হতে মাথা উঠাবে। উভয় হাতের তেলো হাঁটুর উপর রাখবে এবং নিম্নের দুআটি পড়বে,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَاعْفُنِيْ وَارْزُقْنِيْ.

উচ্চারণ :- আল্লাহম্মাগফিরলী, অরহামনী, অহদিনী, অআ'ফিনী, অরযুক্তনী।

অর্থ :- “হে প্রভু! আমাদের ক্ষমা কর। আমার প্রতি দয়া (রহমত) বর্ষণ কর। আমাকে সুপথ দেখাও। আমাকে নিরাপদে রাখ আর আমাকে রিয়ক (জীবিকা) দান কর।”

৭- তারপর আল্লাহু আকবার বলে মাটির উপর দ্বিতীয়বার সিজদা কর এবং তিনবার (সুবহা-না রাবিয়াল আ'লা) পড়।

দ্বিতীয় রাকআত :-

১- দ্বিতীয় রাকআতে (আল্লাহু আকবার) বলে দণ্ডায়মান হও। তারপর আউয়ু বিল্লাহ, বিসমিল্লাহ পড়ে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি ছোট সূরা পাঠ কর। অথবা কুরআন শরীফ হতে যা সহজ হয় পড়।

২- তারপর রুকু-সিজদা ঠিক সেইভাবেই কর (যেভাবে তুমি প্রথম রাকআতে করেছ। অতঃপর দ্বিতীয় সিজদা করার পর বস ও

ডান হাতের আঙুলগুলোকে মুড়ে নাও আর কেবলমাত্র শাহাদত
(জনী) আঙুলকে উঠাও এবং পড়,

الْتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيَّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ
اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

উচ্চারণঃ- আত্তাহিইয়া-তু লিঙ্গা-হি অস্সালাওয়া-তু
অত্তাইয়িবা-তু আস্সালা-মু আলাইকা আইযুহামাবিয়ু
অরাহ্মাতুংগা-হি অবারাকাতুহ, আস্সালা-মু আলাইনা অআলা
ইবাদিঙ্গা-হিস স্বালিহীন, আশহাদু আললা ইলা-হা ইংগান্না-হু
অআশহাদু আমা মুহাম্মাদান আবদুহ অরাসুলুহ।

অর্থঃ- যাবতীয় মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত আল্লাহর
নিমিত্তে। হে নবী! আপনার উপর আল্লাহর শান্তি রহমত ও
বরকত বর্ষিত হোক। আমাদের উপরও এবং আল্লাহর নেক
বান্দাগণের উপরও শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে,
আল্লাহ ব্যতীত কেউ সত্য উপাস্য নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি
যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হলেন তাঁর দাস ও
প্রেরিত রাসূল।

অতঃপর নবীর উপর দরদ পাঠ কর,

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَحْمِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَحْمِيدٌ.

উচ্চারণঃ- আল্লাহম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিউ অআলা আলি

মুহাম্মদ, কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহীমা অআলা আ-লি ইবরাহীম, ইমাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহম্মা বা-রিক আলা মুহাম্মাদিউ অআলা আ-লি মুহাম্মদ, কামা বা-রাকতা আলা ইবরাহীমা অআলা আ-লি ইবরাহীম, ইমাকা হামীদুম মাজীদ।

অর্থ :- হে আল্লাহ! তুমি হ্যরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ও তাঁর বংশধরের উপর রহমত বর্ষণ কর যেমন, তুমি হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও তাঁর বংশধরের উপর রহমত বর্ষণ করেছ। নিচয় তুমি প্রশংসিত, সম্মানিত। হে আল্লাহ! তুমি হ্যরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ও তাঁর বংশধরের উপর বরকত নাফিল কর যেমন, তুমি হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও তাঁর বংশধরের উপর নাফিল করেছ। নিচয় তুমি প্রশংসিত, সম্মানিত।

৩- তারপর চারটি ফিতনা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইবে, তা হল নিম্নরূপঃ-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ
الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجِيلِ

উচ্চারণ :- আল্লাহম্মা ইমী আউযু বিকা মিন আয়া-বি জাহান্নাম। অমিন আয়া-বিল কাব্র। অমিন ফিতনাতিল মাহয়া অলমামাত। অমিন ফিতনাতিল মাসী-হিদাজ্জা-ল।

অর্থ :- হে আল্লাহ! নিচয় আমি তোমার নিকট জাহান্নাম ও কবরের আয়াব থেকে, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং কানা দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (বুখারী, মুসলিম)

৪- অতঃপর প্রথমে ডান দিকে তারপর বাম দিকে মুখ ফিরিয়ে বল,

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ.

(আস্সালা-মু আলাইকুম অরাহমাতুল্লা-হ)

অর্থাৎ, তোমাদের উপর শান্তি ও আল্লাহর করণ বর্ণন হোক।

নামায়ের রাকআতসমূহের তালিকা

নামায	ফরযের পূর্বে সুন্নত	ফরয	ফরযের পর সুন্নত
ফজর	২ রাকআত	২ রাকআত	০
যোহর	২ বা ৪ রাকআত	৪ রাকআত	২ রাকআত
আসর	২ বা ৪ রাকআত নফল	৪ রাকআত	০
মাগরিব	২ রাকআত নফল	৩ রাকআত	২ রাকআত
এশা	২ রাকআত নফল	৪ রাকআত	২ রাকআত সুন্নত, ৩ রাকআত বিতর
জুমআহ	২ রাকআত তাহিয়াতুল মাসজিদ	২ রাকআত	বাড়িতে পড়লে ২ ও মসজিদে পড়লে $2+2=4$ রাকআত

নামাযের কিছু আহকাম

১- সুন্নতে কাবলিয়াঃ- যা ফরয নামাযের পূর্বে পড়া হয় ও সুন্নতে
বা'দিয়াঃ- যা ফরয নামাযের পর পড়া হয়।

২- ধীর স্থির মনোযোগ সহকারে দ্বিতীয়মান হবে, সিজদার স্থানে
দৃষ্টি রাখবে এবং এদিক সেদিক তাকাবে না।

৩- যখন ইমামের কেরাত শুনবে না তখন সূরা পড়। আর জেহরী
(সশব্দ ক্ষেত্রে পড়া) নামাযে ইমামের চুপ থাকা অবস্থাগুলিতে
সূরা ফাতিহা পড়ে নাও।

৪- জুমআর ফরয নামায হল দুই রাকআত। আর তা হল

খুৎবার পর এবং মসজিদে ছাড়া অন্য স্থানে আদায় বৈধ নয়।

৫- মাগরিবের ফরয নামায হল তিন রাকআত। দুই রাকআত ঐভাবে পড় যে ভাবে তুমি ফজরের নামায পড়েছ এবং দুই রাকআতের শেষে ‘আত্তাহিয়াতু’ পড়ে সালাম না ফিরে দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠিয়ে আল্লাহু আকবার বলে তৃতীয় রাকআতের জন্য উঠে দাঁড়াবে আর কেবলমাত্র সূরা ফাতহা পড়বে ও ঠিক এ পদ্ধতিতে নামায সম্পন্ন করবে যে পদ্ধতি ফজরের নামাযে শিখেছ। তারপর ডান ও বাম দিকে সালাম ফিরবে আর বলবে, (আস্মালা-মু আলাইকুম অরাহ্মাতুল্লাহ)

৬- যোহর, আসর ও এশার ফরয হল চার রাকআত করে। যে ভাবে ফজরের নামায আদায় করেছ সে ভাবেই দুই রাকআত পড়বে এবং ‘আত্তাহিয়াতু’ সম্পূর্ণ পড়ার পর সালাম না ফিরে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআতের জন্য উঠে পড়বে আর কেবল মাত্র বাকী দুই রাকআতে সূরা ফাতহা পড়বে। এই ভাবে ডান ও বাম দিকে সালাম ফিরে নামায সমাপ্ত করবে।

৭- বিত্র হল তিন রাকআত। দুই রাকআত পড়ে সালাম ফিরবে। তারপর এক রাকআত ভিন্নভাবে পড়ে সালাম ফিরবে। (কিংবা তিন রাকআত একটানা মাঝে না বসে এক সালামে পড়বে) আর এতে কুকুর পূর্বে অথবা পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হতে প্রমাণিত দুআ পড়া উচ্চম, তা হল নিম্নরূপ।

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَتْ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ
تَوَلَّنَتْ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَغْطَيْتَ، وَقِنِي شَرًّا مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي
وَلَا يَقْضِي إِلَّا مَا كَسَبْتَ

وَلَا يُقْضِي عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالْبَتْ، وَلَا يَعْزُزُ مَنْ عَادَبْتَ
تَبَارَكْتَ رَبُّنَا وَتَعَالَيْتَ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাহদিনী ফী মান হাদাইত, অআ'ফিনী ফী মান
আ'ফাইত, অতা-অল্লানী ফীমান তাঅল্লাইত, অবা-রিকলী ফীমা
আ'তাইত, অক্সিনী শার্রামা ক্ষায়াইত, ফাইমাকা তাক্ষয়ী অলা
ইয়ুক্ত্যা আলাইক, ইন্নাহ লা ইয়াযিন্নু মাউ ওয়া-লাইত, অলা
ইয়াইয়্যু মান আদাইত, তাবারাকতা রাক্খানা অতা'লাইত।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তুমি আমাকে হেদায়াত করে তাদের দলভুক্ত
কর যাদেরকে তুমি হেদায়াত করেছ। আমাকে নিরাপদে রেখে তাদের
দলভুক্ত কর যাদেরকে তুমি নিরাপদে রেখেছ। আমার (সকল
কাজের) তুমি তত্ত্বাবধান করে তাদের অন্তর্ভুক্ত কর যাদের তুমি
তত্ত্বাবধান করেছ। তুমি আমাকে যা কিছু দান করেছ তাতে বরকত
দান কর। আমার ভাগ্যে তুমি যা ফায়সালা করেছ তার মন্দ থেকে
রক্ষা কর। কারণ, তুমই ফায়সালা করে থাক এবং তোমার উপর
কারো ফায়সালা চলে না। নিশ্চয় তুমি যাকে ভালবাস সে লাঞ্ছিত হয়
না এবং যাকে মন্দ বাস সে সম্মানিত হয় না। তুমি বরকতময় হে
আমাদের প্রভু! এবং সুমহান।

৮- নামাযে দাঁড়িয়ে তকবীর দিয়ে ইমামের অনুকরণ করবে যদিও
তুমি তাকে রুকু অবস্থায় পেয়ে থাক। অতএব যদি ইমামকে রুকু
অবস্থায় পাও তাহলে সেটা তোমার রাকআত হিসাবে গণ্য করা
হবে। অন্যথা যদি রুকু অবস্থায় না পাও তাহলে তা রাকআত বলে
গণ্য হবে না।

৯- ইমামের সহিত শামীল হয়ে যদি তুমি দেখ যে, এক রাকআত
বা একাধিক রাকআত নামায ছুটে গেছে তাহলে তাঁর নামাযের

শেষাংশেই অনুকরণ কর এবং তাঁর সহিত সালাম না ফিরে দাঢ়িয়ে যাও ও অবশিষ্ট নামায (রাকআত)গুলি পূর্ণ করে নাও।

১০- নামাযে তাড়াহড়া করবে না। কারণ, এতে নামায নষ্ট হয়ে যায়।

একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এক ব্যক্তিকে তাড়াতাড়ি নামায পড়তে দেখে তাকে বললেন, তুমি ফিরে গিয়ে পুনরায় নামায আদায় কর। কারণ, তুমি প্রকৃতপক্ষে নামায পড়নি। এইরূপ তিনবার ফিরিয়ে দেওয়ার পর সে তৃতীয় বারে আল্লাহর রসূলকে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাকে ভালভাবে শিখিয়ে দিন। সুতরাং তিনি বললেন, “তুমি যখন রুকু করবে তখন ধীরতা ও স্থিরতা অবলম্বন করবে। তারপর যখন রুকু হতে মাথা উঠাবে তখন সোজা হয়ে দাঢ়াবে। তারপর স্থিরভাবে সিজদা করবে। তারপর সিজদা হতে মাথা উঠিয়ে স্থিরভাবে বসবে।” (বুখারী, মুসলিম)

১১- যদি তোমার নামাযে কোন ওয়াজের ছুটে যায়; যেমন প্রথম বৈঠক (অর্থাৎ তাশাহুদের জন্য বসা) অথবা নামাযে রাকআতের সংখ্যায় সন্দেহ জাগে তাহলে তুমি কম সংখ্যক রাকআতের উপর নির্ভর করবে এবং নামাযান্তে দুই সিজদা করে সালাম ফিরবে। একে সহ সিজদা বলা হয়।

১২- নামায অবস্থায় বেশী নড়া-চড়া করবে না। কেননা, এ হচ্ছে বিনয় ও নম্রতার পরিপন্থী এবং কখনো তা নামায নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণ হয়ে দাঢ়ায়। বিশেষ করে যখন নড়া-চড়া অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় হয়।

১৩- এশার নামাযের সর্বশেষ সময় অর্ধেক রাত্রি; অর্থাৎ রাত্রি ১২ টা পর্যন্ত। বিশেষ কারণ ব্যতীত রাত ১২ টার পর এশার

নামায আদায় করা জায়েয নয়। আর বিত্র নামাযের সময় ফজরের রেখা উদয় হওয়া পর্যন্ত।

নামায প্রসঙ্গে হাদীসসমূহ

১- আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ইরশাদ করেন, “তোমরা সেইভাবে নামায পড়বে যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখবে।” (বুখারী)

২- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, “যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে তখন সে যেন বসার পূর্বে দুই রাকআত নামায পড়ে নেয়।” (এই নামাযকে তাহিয়াতুল মাসজিদ বলা হয়।)

৩- প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, “তোমরা কবরের উপর বসবে না। আর সে দিকে মুখ করে নামায আদায় করবে না।” (মুসলিম)

৪- নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, “যখন নামাযের জন্য একামত হয়ে যাবে তখন ফরয নামায ব্যতীত অন্য কোন নামায পড়া যাবে না।” (মুসলিম)

৫- অন্যত্র আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, “আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, নামায অবস্থায় আমি যেন কাপড় না গুটাই।”

ইমাম নওবী (রাহিমাল্লাহু) বলেন, এই হাদীসে জামার আন্তিম (হাতা) অথবা কোন রকম কাপড় গুটিয়ে নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে।

৬- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন,

“তোমরা নিজেদের কাতারগুলো সোজা করে নাও। আর পরম্পরে মিলিত হয়ে দাঁড়াও।”

হ্যরত আনাস (রাজিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, “আমাদের প্রত্যেকে একে অপরের কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পায়ে মিলিয়ে দাঁড়াতাম।” (বুখারী)

৭- আল্লাহর হৃষির নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আরো বলেছেন, “যখন নামায়ের একামত হয়ে যাবে তখন তোমরা দৌড়ে (তাড়াহুড়ো) করে আসবে না। বরং ধীর-স্থিরভাবে আসবে। অতঃপর যত রাকআত পাবে ইমামের সহিত পড়ে নিবে। আর যা ছুটে যাবে তা পূর্ণ করে নিবে।” (বুখারী, মুসলিম)

৮- তিনি আরো বলেন, “যখন তুমি সিজদা করবে তখন উভয় হাতের তেলো জমীনে রেখে উভয় কনুইকে উচু করে উঠিয়ে রাখবে।” (মুসলিম)

৯- অন্যত্র তিনি বলেন, “আমি তোমাদের ইমাম অতএব আমার আগে আগে তোমরা রুকু-সিজদা করবে না।” (মুসলিম)

১০- তিনি আরো বলেন, “মহা প্রলয় দিবসে (কিয়ামতে) সর্ব প্রথম নামায়ের হিসাব নেওয়া হবে। অতএব নামায যদি সঠিক হয় তাহলে তার সমস্ত আমলও সঠিক হবে। আর নামায যদি ক্রটিময় হয় তাহলে তার সমস্ত আমলেও ক্রটিপূর্ণ থেকে যাবে।” (তাবরানী ও যিয়া। শায়খ নাসেরদ্দীন আলবানী হাফিয়াল্লাহু ও আরো অনেকে বিভিন্ন সূত্র হতে বর্ণিত হওয়ার দরুন হাদিসটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন।)

জুমআহ ও জামাতে নামায পড়ার আবশ্যিকতা

জুমআর নামায ও জামাতাতে নামায পড়া পুরুষের উপর ওয়াজেব। তার প্রমাণসমূহ নিম্নে প্রদত্ত হল।

১- আল্লাহ জাল্লা শানুহ বলেছেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمٍ الْجُمُعَةِ فَاسْتَعِنُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

অর্থ :- “হে ঈমানদারগণ! জুম্মার দিন নামায়ের জন্য যখন ডাক দেওয়া হবে তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের প্রতি দৌড়ে এস এবং বেচা-কেনা ত্যাগ কর। এ হল তোমাদের জন্য অতি উত্তম যদি তোমরা তা জান।” (সূরা জুম্মাহ ৯ আয়াত)

২- এ ব্যাপারে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, “আমার ইচ্ছা হয়, আমি কতিপয় যুবককে এক বোৰা কাষ্ঠ ঘোগাড় করতে নির্দেশ দিই। অতঃপর ঐসব লোকের ঘরে যাই যাদের কোন ওয়র নেই (তবুও জামাআতে উপস্থিত হয় না) তাদের ঘর জুলিয়ে ছারখার করে দিই।” (মুসলিম)

৩- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আরো বলেন, “যে ব্যক্তি আয়ান শ্রবণ করে কিন্তু কোন ওয়র ব্যতীত মসজিদে উপস্থিত হয় না, তার নামায হবে না।” (ওয়র যেমন, ভয় কিংবা অসুস্থতা প্রভৃতি) (সহীহ ইবনে মাজাহ)

৪- একদা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর নিকট একজন অঙ্ক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! মসজিদে পৌছানোর মত কোন ব্যক্তি আমার নেই। তাই সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের কাছে জামাআতে না আসার অনুমতি চাইল। অতঃপর তিনি তাকে বাড়িতে নামায পড়ার অনুমতি দিলেন। অনুমতি লাভ করে সে বাড়ি রওনা হচ্ছিল এমতাস্থায় হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কি আয়ান শুনতে পাও?” উত্তরে বলল হ্যাঁ! এই উত্তর শুনে হ্যুর নির্দেশ

দিলেন, “তাহলে তোমাকে অবশ্যই জামাআতে হাফির হয়ে নামায পড়তে হবে।” (মুসলিম)

৬- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি গোসল করে জুমআর নামায আদায় করার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হল, সম্ভবমত নফল নামায পড়ল, ইমামের খুৎবা সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত নীরবতা অবলম্বন করল, অতঃপর তার সত্ত্বে নামায আদায় করল সে ব্যক্তির এক জুমআহ হতে অন্য জুমআহ পর্যন্ত বরং আরও অতিরিক্ত তিনি দিনের পাপ মোচন হয়ে যায়।”
(মুসলিম)

আমি কিভাবে পূর্ণ নিয়মানুসারে জুমআর নামায আদায় করব

১- জুমআর দিন গোসল করব ও নখগুলি কাটব অতঃপর ওয়ু করে সুগন্ধি লাগিয়ে পরিষ্কার পরিছন্ন কাপড় পরিধান করব।

২- কাঁচা পিয়ায় অথবা রসূন ভক্ষণ করবো না, ধূত্রপান করবো না।
আর দাঁতন অথবা মাঁজন দিয়ে মুখ পরিষ্কার করে নিব।

৩- মসজিদ প্রবেশ করা মাত্র দুই রাকআত নামায আদায় করব;
যদিও খতীব সাহেব মিস্বরে খুৎবা পাঠরত অবস্থায় থাকেন।
কেননা, এ ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর
নির্দেশ বিদ্যমান। তিনি বলেন, “ইমামের খুৎবা দেওয়া অবস্থায়
তোমাদের কেউ যদি মসজিদে প্রবেশ করে তবে সে যেন
হালাকাভাবে দুই রাকআত নামায আদায় করে নেয়।” (বুখারী ও মুসলিম)

৪- ইমামের খুৎবা শ্রবণ করার জন্য বসে পড়ব। কোন প্রকার
কথাবার্তা বলব না।

৫- ইমামের অনুসরণ করে জুমআর দুই রাকআত ফরয নামায আদায় করব। (নিয়তের জায়গা হল অন্তর।)

৬- জুমআর পর চার রাকআত সুন্নত পড়ব অথবা ঘরে ফিরে দুই রাকআত আদায় করব। আর এটাই হল উত্তম।

৭- জুমআর দিন বেশী বেশী করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর উপর দরদ পাঠ করব।

৮- জুমআর দিন অধিকভাবে দুআ করব। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, “জুমআর দিনে এমন একটি সময় আছে, সে মুহূর্তে যদি কোন মুসলমান আল্লাহর নিকট উত্তম কোন বস্তু চায় তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে তা দান করেন।” (বুখারী ও মুসলিম)

গান বাজনা সম্পর্কে ধর্মীয় বিধান

১- আল্লাহ জাল্লা শানুহ বলেন,

هُوَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثُ لِيُضَلِّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ
وَيَتَخَذِّلَهَا هُزُواً أَوْ لِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِمِّنٌ

অর্থাৎ, “একশ্রেণীর লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে গোমরাহ (ভষ্ট) করার উদ্দেশ্যে অভিভাবে অসার কথাবার্তা সংগ্রহ করে এবং তা নিয়ে ঠাট্টা বিজ্ঞপ করে, তাদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি। (লোকমান ৬ আয়াত)

অধিকাংশ মুফাস্সিরগণ উক্ত আয়াতে যে শব্দটি ব্যবহার হয়েছে তার অর্থ গান বলেছেন। ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন, এর অর্থ হল গান। হাসান বাসরী বলেন, উপরোক্ষেষ্ঠিত

আয়াতটি গান-বাজনা সম্বন্ধে অবর্তীণ হয়েছে।

২- মহান আল্লাহ শয়তানকে উদ্দেশ করে বলেন,

﴿وَاسْتَفِرْزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْنِكَ﴾

অর্থাৎ, তুই যাকে নিজের কষ্ট দ্বারা ভুলাতে পারিস্ত ভুলিয়ে নে। (সূরা ইসরাঃ)

৩- এ প্রসঙ্গে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, “আমার উম্মতে এমন এক দল লোক হবে যারা ব্যভিচার, রেশমের কাপড়, মদ্য, বাজনা (মিউজিক)কে বৈধ মনে করবে। (খুখুরী ও আনু দাউদ)

অর্থাৎ, মুসলমানদের মাঝে এমন এক দল লোক হবে যারা ব্যভিচার করা, খাঁটি রেশমের পোষাক পরা, মদ্যপান করা এবং গান-বাজনা করা ও শোনাকে বৈধ মনে করবে অথচ তা হচ্ছে অবৈধ।

বাদ্যযন্ত্র ৪- এই সমস্ত যন্ত্র; যা গান-বাজনায় ব্যবহার করা হয় যেমন সারঙ্গী, বাঁশরী, ঢোল-তবলা, ডুগডুগি, একমুখো ঢোল প্রভৃতি। এমন কি ঘন্টাও এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা, এ ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, ঘন্টা শয়তানের বাঁশি। (মুসলিম)

উপরোক্ত হাদীস ঘন্টার মধ্যে বাজনা পাওয়ার জন্যই তার ব্যবহার মকরহ হওয়ার প্রতি নির্দেশ করে। এটাকে লোকেরা পশুর গলদেশে ঝুলিয়ে রাখতো। আর এ জন্যও যে, এটা সেই বাঁশির অনুরূপ যা খৃষ্টানরা ব্যবহার করে থাকে। তবে ঘন্টার পরিবর্তে বুলবুলের কষ্টস্বর জাতীয় শব্দ দ্বারা কাজ নেওয়া যেতে পারে।

৪- কিতাবুল কায়ায় ইমাম শাফেয়ী (রাহিমাল্লাহু) হতে উদ্ধৃত হয়েছে যে, গান হচ্ছে জগন্যতম অসারতা যা বাতিলের অনুরূপ হয়। যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে তা অধিকহারে ব্যবহার করে সে এক মন্ত নির্বোধ তার কোন বিষয়ে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।

বর্তমান যুগের গান

১- বর্তমানে বিবাহ উৎসব ও নানা অনুষ্ঠানে এবং বেতার-কেন্দ্রে পরিবেশিত গানের অধিকাংশেই প্রেম ভালবাসা, চুম্বন, অবৈধ মেলামেশা, নারীদের গাল ও অন্যান্য দেহাঙ্গের বর্ণনা হয়ে থাকে। যা যুবকদের ঘৌন উদ্দেজনাকে বৃদ্ধি করে তোলে। তাদেরকে অশ্লীলতা ও ব্যভিচারের প্রতি উৎসাহ যোগায় এবং তাদের চরিত্রকে নষ্ট করে ফেলে।

২- গান-বাজনা যদি শিল্পী গায়ক-গায়িকার মাধ্যমে পরিবেশিত হয় তবে তার বিপর্যয় অনেক বেশী। যারা শিল্প ও ড্রামার নামে জনসাধারণের অর্থ লুটে নেয়। আর ঐ অর্থ নিয়ে ইউরোপে গিয়ে বাড়ি-গাড়ি ক্রয় করে থাকে। যারা তাদের চিন্তাকর্ষক গান ও ঘৌন উদ্দেজনামূলক সিনেমার মাধ্যমে জনসাধারণের চরিত্র নষ্ট করে। যাদেরকে নিয়ে বহু যুবকদল উন্মত্তায় পতিত হয় এবং আল্লাহকে ছেড়ে তাদেরকে ভালোবেসে থাকে। এমন কি ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় বেতার কেন্দ্রের এক ঘোষক মুসলিম যোদ্ধাদের বলেছিল, ‘তোমরা লড়ায়ে অগ্রসর হও। তোমাদের সঙ্গে অমুক অমুক গায়ক-গায়িকা (শিল্পী) রয়েছে।’ যার ফলে দুরাচার ইহুদীদের কাছে তারা দারুণভাবে পরাজিত হল। অথচ তাদের সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বলা উচিত ছিল যে, ‘তোমরা অগ্রসর হও আল্লাহ তাঁর সাহায্য নিয়ে তোমাদের সঙ্গে আছেন।’

১৯৬৭ তে ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পূর্বে এক গায়িকা ঘোষণা দিল যে, তার মাসিক প্রোগ্রাম যা কায়রোতে অনুষ্ঠিত হত তাতে আমরা বিজয়ী হলে তা (ইজরাইলের রাজধানী) তেলআবীবে

অনুষ্ঠিত হবে। পক্ষান্তরে ইহুদীরা বাইতুল মাকদাসের কানার দেওয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের বিজয়ের জন্য আল্লাহর শুক্র (ক্রতৃতা) জ্ঞাপন করল!

৩- এমন কি দ্বীনী গান (?) ও নোংরামী হতে মুক্ত নয়। আপনি লক্ষ্য করুন গায়ক কি বলে,

وقيل كل نبي عند رتبته + ويا محمد هذ العرش فاستلم
كَبِيتَارَ الْأَرْثَ هَل،

প্রত্যেক নবীর জন্য নিজস্ব মর্যাদা রয়েছে,

আর হে নবী! আপনি আরশের অধিপতি হয়ে যান।

এই গানের শেষাংশে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়েছে যা বাস্তবের পরিপন্থী।

গান-বাজনা হতে বাঁচার উপায়

১- ৱেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতিতে প্রচারিত গান-বাজনা শ্রবণ হতে বিরত থাক। বিশেষ করে অশ্লীল ও মিউজিক মিশ্রিত গান শুনা হতে দুরে থাক।

২- গান বাজনা থেকে বিরত থাকার উক্তম উপায় হল আল্লাহর যিক্র-আয়কার ও কুরআন তিলাঅত করা। বিশেষ করে সূরা বাক্সারাহ পাঠ করা। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, “যে বাড়িতে সূরা বাক্সারাহ পাঠ করা হয়, সে বাড়ি হতে শয়তান পলায়ন করে থাকে।” (মুসলিম)

আল্লাহ রাকুন ইজ্জত বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ﴾

وَهُدًىٰ وَرَحْمَةٌ لِلْمُرْسَلِينَ

অর্থ :- হে মানব সম্প্রদায়! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুর কাছ থেকে উপদেশ এসে গেছে। এ হচ্ছে অন্তরের প্রত্যেক রোগ নিরাময়কারী এবং মুমেনদের জন্য হেদায়ত ও রহমত। (সুরা ইউনুস)

৩- প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর জীবনী ও মহান চরিত্র এবং সাহাবাগণের ইতিহাস পাঠ করা ইত্যাদি।

বৈধ গান-বাজনা

১- ঈদের দিন গান গাওয়া বৈধ যাই প্রমাণ হ্যরত আয়েশা (রায়িয়াল্লাহু আন্হা)র বর্ণিত নিম্নের হাদীসঃ-

একদা নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আয়েশা (রায়িয়াল্লাহু আনহা)র নিকট গমন করলে দেখেন, দুটি ছেট্ট বালিকা দুটি দুফ (চপ্টপে শব্দবিশিষ্ট একমুখো ঢালক) বাজিয়ে গান করছিল। এমতাবস্থায় হ্যরত আবু বাকার (রায়িয়াল্লাহু আনহু) এসে তাদেরকে ধরক দিতে লাগলেন। তখন আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আবু বাকারকে বললেন, “ওদেরকে ছেড়ে দাও। কেননা, প্রত্যেক জাতির জন্য ঈদ ও খুশীর দিন রয়েছে। আজ হচ্ছে আমাদের ঈদ ও খুশীর দিন।” (বুখারী)

২- বিবাহের উৎসবের প্রচার ও তাতে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে দুফ বাজিয়ে গান গাওয়া বৈধ। এর প্রমাণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর বাণী; তিনি বলেন, “হালাল (বিবাহ) ও হারাম (ব্যভিচার) এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী হল দুফ বাজানো এবং

বিবাহ প্রচার করা।” দুফ (একমুখো ঢোলক) বাজানো একমাত্র অল্পবয়স্কা বালিকাদের জন্য বৈধ।

কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে মানুষকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ধর্মীয় গীত গাওয়া বৈধ; বিশেষ করে ঐ প্রকার কবিতা বা গীত যাতে দুআ থাকে। যেমন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ইবনে রাওয়াহার কবিতা পাঠ করে খন্দক খননে সাহাবাদেরকে উৎসাহিত করেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন,

اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة + فاغفر للأنصار والمهاجرة

অর্থঃ- হে আল্লাহ! পরকালের জীবনই প্রকৃত জীবন। অতএব আনসার ও মুহাজিরগণকে ক্ষমা করুন।

প্রত্যুত্তরে আনসার ও মুহাজিরগণ নিম্নের কবিতা পাঠ করেছিলেন-

نَحْنُ الَّذِينَ بَاعُوا مُحَمَّداً + عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيَنَا أَبْدًا

অর্থাৎ, আমরা ঐ জাতী যারা, পৃথিবীতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর সাথী হয়ে আমরণ জিহাদ করার অঙ্গীকার করেছি।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম স্বীয় সঙ্গীদের সাথে খন্দক খনন করেছিলেন এবং আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহার কবিতা উচ্চস্বরে পড়েছিলেন :-

وَاللَّهُ لَوْلَا اللَّهُ مَا اهتَدِيتَا + وَلَا صَمَنَا لَا صَلَيْنَا

فَأَنْزَلْنَا سَكِينَةً عَلَيْنَا + وَثَبَتَ الأَقْدَامُ إِنْ لَا قِنَا

وَالْمُشْرِكُونَ قَدْ بَغَوُا عَلَيْنَا + إِذَا أَرَادُوا فَتْنَةً أَبْيَنَا

অর্থ :- আল্লাহর শপথ, যদি তিনি আমাদেরকে সঠিক পথ না দেখাতেন তাহলে আমরা পথপ্রাপ্ত হতাম না। রোয়া পালন করতাম না এবং নামায ও পড়তাম না। হে আল্লাহ! আমাদের প্রতি শান্তি বর্ষণ কর। আর আমরা যখন শক্রদের সম্মুখীন হব তখন আমাদের পদযুগল সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রেখ। মুশরিকগণ তো আমাদের উপর অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি করেছে। তারা যখন আমাদেরকে ফিৎনায নিমজ্জিত করতে চায় তখন আমরা তা অঙ্গীকার করি। ‘আমরা তা অঙ্গীকার করি’ বাক্যটি তিনি বারবার উচ্চস্বরে পড়ছিলেন।

৪- ঐ সব গান গাওয়া বৈধ যাতে আল্লাহর একত্বাদ অথবা আল্লাহর রসূলের ভালবাসা ও তাঁর গুণাবলীর বর্ণনা হয়েছে। কিংবা যাতে আল্লাহর পথে জিহাদ করা ও তাতে অবিচল থাকার প্রতি উদ্বৃদ্ধ করা হয়েছে এবং সৎচরিত্র গঠনের কথা বলা হয়েছে, বা যাতে মুসলমানদের পরম্পরের মাঝে সম্প্রীতি ও সাহায্যের আহুবান থাকে বা যাতে ইসলামের গুণবৈশিষ্ট্য ও মৌলিক কথা প্রভৃতির আলোচনা হয়েছে; যদ্বারা সমাজের ধর্মীয় এবং চারিত্রিক অবস্থার উন্নতি সাধন হতে পারে ইত্যাদি।

৫- বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে কেবল মাত্র দুফ নামক একমুখো চপতপে শব্দবিশিষ্ট ঢোলক দ্বারা সৈদের দিন গান গাওয়া কেবলমাত্র ছোট বালিকাদের জন্য বৈধ। তবে যিক্র-আয্কার করতে তা ব্যবহার করা মোটেই বৈধ নয়। কারণ, এই প্রকার নবী সান্নাল্লাহ আলাইহি অসল্লাম বা তাঁর পরবর্তী সাহাবায়ে কেরামের কেউই একেপ করেন নি। কিছু সংখ্যক সূফীবাদীরা নিজেদের জন্য এ (দুফ বাজানো)কে জায়েয় করে নিয়েছে। অথচ প্রকৃতিপক্ষে তা হল বিদআত

(শরীয়তে নব আবিষ্কার)।

বিশ্বনবী হ্যরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এ প্রসঙ্গে বলেন, “দ্বিনে নতুন কিছু উদ্ভাবন করা হতে বিরত থাক। কেননা, দ্বিনে প্রত্যেক নব উদ্ভাবন হচ্ছে বিদআত। আর প্রত্যেক বিদআতই হচ্ছে পথভৃষ্টতা। (হাদীসটি ইমাম তিরমিয়ী বর্ণনা করে হাসান ও সহীহ বলেছেন।)

ছবি ও মূর্তির ব্যাপারে ইসলামী বিধান

ইসলাম সর্বপ্রথম মানুষকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের প্রতি এবং ছবি ও মূর্তিরপী ওলী-বুর্যুর্গ প্রভৃতি গায়রূল্লাহর পূজা বর্জন করার প্রতি মানুষকে আহ্বান করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই ইসলামী আহ্বান যে কাল থেকে আল্লাহ মানব জাতির পথ প্রদর্শনের জন্য রাসূলগণকে প্রেরণ করেন সে কাল হতে তা প্রাচীন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾

অর্থাৎ, আর আমি প্রত্যেক উম্মতের মাঝে একজন করে রসূল পাঠিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুতের পূজা হতে দূরে থাক। (সূরা নাহল ৩৬ আয়াত)

তাগুত বলা হয় আল্লাহ ব্যতীত প্রত্যেক পূজ্যমান ব্যক্তিকে; যে তার এই পূজায় রাজি থাকে।

মূর্তি ও প্রতিমা সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে সূরা নুহে। ঐ মূর্তিগুলি যে কতিপয় সৎ ব্যক্তিদেরই ছিল তার সব চাইতে বড় প্রমাণ হল যা ইমাম বুখারী ইবনে আবুস রায়য়াল্লাহু আনহু হতে

নিম্নলিখিত আয়াতের তফসীরে বর্ণনা করেছেন,

فَوَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ الْهَمَّكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعْوَقَ
وَنَسْرًا، وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا

অর্থাৎ, তারা বলল, ‘তোমাদের উপাস্যদেরকে ত্যাগ করো না এবং ত্যাগ করো না অদু, সুয়া, ইয়াগুস ইয়াউক ও নসরকে।’ অথচ তারা অনেককে পথভৃষ্ট করেছে। (সূরা নৃহ ২৩ আয়াত)

ইহনে আবাস বলেন, “এ সমস্ত নাম হচ্ছে নৃহ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের কতিপয় সৎ ব্যক্তির। এদের মৃত্যুর পর শয়তান তাদের স্বগোত্রের লোকদের অন্তরে এই কুমন্ত্রণা দিল যে, তারা যে সব স্থানে বসতো সে সব স্থানে তাদের মূর্তি স্থাপন করে তাদের নামেই নামকরণ কর। অতএব তারা তাই করল কিন্তু তারা এই সমস্ত মূর্তির পূজা পাঠ করতো না। অতঃপর যখন এরা মৃত্যুবরণ করল এবং মানুষের ইলম (দ্বিনী জ্ঞান) বিলীন হল তখন পরবর্তীকালের লোকেরা তাদের পূজাপাঠ আরম্ভ করে দিল।

এই ঘটনা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, বুজুর্গ, অলী ও নেতাদের মুর্তিই হচ্ছে গায়রঞ্জাহর ইবাদত ও পূজা সূচনার অন্যতম প্রধান কারণ।

বর্তমান যুগে অনেকের ধারণা যে, এ প্রকার মূর্তি বিশেষতঃ ছবি বৈধ হয়ে গেছে। কেননা, আজকের যামানায় কোন ব্যক্তি ছবি বা মূর্তির পূজা করে না। অথচ এ হল অবাস্তব কথা। এটা কয়েকটি কারণে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণগুলো নিম্নে বর্ণিত হল।

১- বর্তমানে ছবি ও মূর্তির পূজা ব্যাপকভাবে প্রচলিত। সুতরাং গির্জা ঘরে আল্লাহ ব্যতীত ঈসা (আঃ) ও তাঁর মাতা মারয়ামের উপাসনা করা হচ্ছে; এমন কি খ্রিষ্টানরা ত্রুশের সামনে মাথানত

করে থাকে।

এছাড়া ঈসা (আং) ও মারয়ামের কারুকার্যময় ছবি চড়া দামে বিক্রি করা হয়; যা তারা উপাসনা (পূজা)র উদ্দেশ্যে তথা সম্মানার্থে ঘরে টাঙিয়ে রাখে।

২- যে সমস্ত দেশ আর্থিক দিয়ে উন্নত, কিন্তু আধ্যাতিক হিসাবে জনগণ অনুন্নত সেখানে তাদের নেতাদের মূর্তির সম্মুখে তারা সম্মানার্থে মাথা নগ্ন ও নত করে অতিক্রম করে। যেমন আমেরিকার জর্জ ওয়াশিংটনের মূর্তি, ফাল্সে নেপোলিয়ানের মূর্তি এবং রাশিয়ায় লেলিন ও ষ্ট্যালিনের মূর্তি। এছাড়া বিভিন্ন সড়কে স্থাপিত বহু মূর্তি যাদের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রমকারী পথিকদল তাদের সামনে মাথা নত করে। কিছু সংখ্যক আরবদেশ ও কাফেরদের অনুকরণ করে রাষ্টা-ঘাটে মূর্তি স্থাপন করেছে। এবং এখনো পর্যন্ত বিভিন্ন আরবদেশ ও মুসলিম দেশে মূর্তি স্থাপন করা হচ্ছে। অথচ তাদের জন্য এ সমস্ত ধন-সম্পদ মসজিদ-মাদ্রাসা, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল ও জনকল্যাণমূলক সাংগঠনিক কাজে ব্যয় করা ওয়াজেব ছিল; যাতে ব্যয়িত ঐ মালের উপকার ব্যাপক হত। পরন্তু এই সমস্ত সৎকাজ নেতাদের নামে করলেও তাতে কোন ক্ষতি ছিল না।

৩- এই স্থাপিত মূর্তি দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর তাদের জন্য মাথানত করা হবে এবং তা সম্মানিত ও পূজিত হবে। যেমনটি ইউরোপ, তুরস্কে প্রভৃতি দেশে ঘটেছে; যাদের পুরৈই প্রাচীন যুগে নৃহ আলাইহিস সালাম এর সম্প্রদায়ের লোকেরা করেছে। তারা সৎ লোকেদের মূর্তি স্থাপন করে তাদের সম্মানে অতিরঞ্জন করে পূজা আরম্ভ করেছিল।

৪- আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হ্যরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ)কে নির্দেশ দিয়ে বলেন, “কোন মূর্তি তোমার দৃষ্টিতে পড়লে তুমি তাকে ভেঙে চুর্ণ-বিচুর্ণ করে ফেলবে। আর কোন উচ্চ কবর পরিলক্ষিত হলে তা মাটি বরাবর করে দিবে।”

আর এক অন্য বর্ণনায় এসেছে, “যদি কোন ছবি দেখতে পাও তাহলে তা নিশ্চিহ্ন করে দিও।” (সহীহ মুসলিম)

বৈধ ছবি ও মূর্তি

১- বৃক্ষ, তারকা, সূর্য, চন্দ, পাহাড়, পাথর, সমুদ্র, নদী ও মনোরম দৃশ্যাবলী এবং পবিত্র স্থানসমূহের ছবি। যেমন কাবা ঘর, মসজিদে নববী, মসজিদে আকসা ও অন্যান্য মসজিদ -যা মানুষ ও প্রাণীর ছবি হতে মুক্ত -এই সমস্ত ছবি আঁকা, তোলা বা রাখা বৈধ।

এর প্রমাণ ইবনে আব্বাস রায়িয়াল্লাহু আনহর হাদীস। তিনি একজনকে বলেছিলেন, “যদি ছবি আঁকা একান্ত প্রয়োজনীয় মনে কর তাহলে গাছপালা বা এমন ছবি আঁকবে যাতে কোন আত্মা নেই।”

২- পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স কার্ড অথবা অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে ছবি তোলা বা রাখা জায়েয়।

৩- খুনী, চোর-ডাকাত প্রভৃতি অপরাধীকে গ্রেপ্তার করে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাদের ছবি নেওয়া বৈধ। অনুরূপ শিক্ষা অর্জন; যেমন ডাক্তারী বা চিকিৎসার ক্ষেত্রে ছবি অঙ্কন করা ও নেওয়া প্রয়োজনে বৈধ।

৪- ছোট মেয়েদের জন্য কাপড়ের টুকরা দ্বারা বাড়িতে ছোট বালিকার (বউ) আকারে তৈরী করা পুতুল বৈধ। যাকে বালিকারা কাপড়াদি পরিয়ে থাকে, তার পরিচ্ছন্নতার প্রতি খেয়াল রাখে এবং ঘূম পাড়ায়। এ প্রকার (খেলনা পুতুল) এই কারণে বৈধ যে, যাতে করে তারা সন্তান প্রতিপালন ইত্যাদির শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ করে; যা মা হ্বার সময় কাজে লাগাতে পারবে। এ ব্যাপারে আয়োশা (রায়িয়াল্লাহ আনহা) এর হাদীস আমাদের দলীল। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসল্লাম এর নিকট পুতুল নিয়ে খেলতাম।

তবে কিন্তু শিশুদের জন্য বিদেশী পুতুল (খেলনা) ক্রয় করা মেটেই বৈধ নয়; বিশেষ করে মেয়েদের নগ্ন ও অশ্লীল আকৃতি-বিশিষ্ট পুতুল বৈধ নয়। কারণ, এ প্রকার খেলনা থেকে তারা কুশিক্ষা পাবে এবং তাদের (দেহাকৃতিতে) অনুকরণ করবে। আর এতে তারা সমাজে বিপর্যয় ঘটাবে। এছাড়া নিজেদের মালধন ইহুদী রাষ্ট্রে ও বহির্দেশে যেতে শুরু করবে।

ধূমপান কি হারাম?

ধূমপান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসল্লামের যুগে প্রচলিত ছিল না। ইসলাম এক সাধারণ বিধান প্রণয়ন করেছে; যাতে সকল প্রকার বস্তু যা শরীরের জন্য ক্ষতিকর, পার্শ্ববর্তী লোকেদের জন্য কষ্টদায়ক অথবা ধনসম্পদের পক্ষে ক্ষতিকর হয় তাকে হারাম করেছে।

ধূমপান হারাম হওয়ার প্রমাণ নিম্নে প্রদত্ত হল।

১- আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَابَاتِ﴾

“(নবী) তাদের জন্য পবিত্র বস্ত্রসমূহকে হালাল ও অপবিত্র বস্ত্রসমূহকে হারাম করেন।” (সূরা আ’রাফ)

(ধূমপান ক্ষতিকারক ও ঘৃণ্য দুর্গন্ধময় অপবিত্র জিনিস।)

২- তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيهِنَّكُمْ إِلَى النَّهْلِكَةِ﴾

অর্থ, “আর তোমরা স্বত্ত্বে নিজেদেরকে ধূংসের পথে ঠেলে দিও না।” (সূরা বাক্সারাহ ১৯৫ আয়াত)

আর ধূমপান ক্যান্সার, ক্ষয়রোগ প্রভৃতি সর্বনাশী রোগের প্রতি ঠেলে দেয়।

৩- তিনি আরো বলেন,

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ﴾

অর্থ, তোমরা নিজেদেরকে ধূংস করে দিও না। (সূরা নিসা ২৯ আয়াত)

ধূমপান ধরি গতিতে প্রাণ হত্যা করো।

৪- আল্লাহ মদ্যপানের ক্ষতি সম্পর্কে ইরশাদ করেন,

﴿وَإِنَّمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾

অর্থাৎ, “এর পাপ এর উপকার হতে অধিক বড়। (সূরা বাক্সারাহ ২১৯ আয়াত)

(আর ধূমপানে উপকারের তুলনায় অপকারই বেশী হয়ে থাকে।
বরং তার সম্পূর্ণটাই ক্ষতিকর।)

৫- আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

﴿وَلَا تُبَدِّرْ تَبَدِّيرًا، إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾

অর্থ, “তুমি অপচয় করো না। নিশ্চয় অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই। (সূরা ইসরাঃ ২৭ আয়াত)

(ধূমপান করা মানেই হল ধন-সম্পদ অপচয় করা; যা শয়তানের কর্মের অন্তর্গত।)

এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, “তোমরা নিজেদের ক্ষতিসাধন করো না এবং অপরের ক্ষতির প্রচেষ্টা করো না।” (সহীহ আহমদ)

ধূমপান এমন এক কাজ যাতে নিজের ক্ষতি হয় এবং পার্শ্ববর্তী লোকেদের কষ্টের কারণ হয়। আর তাতে ধন-সম্পদ বিনষ্ট হয়।

৭- প্রিয় নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম অন্যত্র বলেছেন,

“আল্লাহ তোমাদের জন্য মালধন নষ্ট করাকে অপচন্দ করেছেন।” (বুখারী ও মুসলিম)

(ধূমপান ধনসম্পদ বিনষ্টকারী। সুতরাং আল্লাহ ধূমপায়ীকে ঘৃণা করেন।)

দাড়ি বাড়ানো ও যাজেব

১- আল্লাহ তাআ'লা শয়তানের কর্মকাণ্ড প্রসঙ্গে বলেন,

﴿لَمْ يَرَهُ فِي إِنْسَانٍ حَلَقَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي الْأَرْضِ﴾

অর্থ, “আর আমি তাদেরকে আল্লাহর সৃষ্টির আকৃতি পরিবর্তন করতে নির্দেশ করব।” (সূরা নিসা ১১৯ আয়াত)

সুতরাং দাড়ি মুস্তন করা হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন ঘটানো ও শয়তানের আনুগত্য করা।

২- বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, “তোমরা গৌঁফ কাট, দাড়ি লম্বা কর এবং মজুসী (অগ্নিপূজক)দের বিরোধিতা কর।

অর্থাৎ- ছোট হতে লম্বা গোফগুলি খাট কর ও দাঢ়ি লম্বা করে বিধমীদের বিরোধিতা কর।

৩- অন্যত্র নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, “দশটি জিনিস হচ্ছে মানুষের ফিতরতের (প্রকৃতির) অন্তর্গত। গোফ কাটা, দাঢ়ি লম্বা করা, দাঁতন করা, পানি দিয়ে নাক ঝেড়ে পরিষ্কার করা ও নখ কাটা-----।”

আর দাঢ়ি লম্বা করা আল্লাহর সৃষ্টির অন্তর্গত; যা মুন্ডন করা হারাম।

৪- আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সেই সমষ্ট লোকেদের উপর অভিসম্পাত করেছেন যারা নারীদের বেশ ধারণ করে। (বুঝারী)

আর দাঢ়ি মুন্ডন করা মেয়েদের সাদৃশ্য অবলম্বন করার অন্তর্ভুক্ত এবং আল্লাহর রহমত হতে বাধ্যিত হওয়ার বিশেষ কারণ।

৫- নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আরো বলেন, “আমাকে আমার প্রভু দাঢ়ি বাড়ানোর ও গোফ ছোট করার আদেশ দিয়েছেন।” (ইবনে জারীর)

দাঢ়ি বাড়ানো আল্লাহ ও তদীয় রসূলের আদেশ। অতএব এ আদেশ মান্য করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজের (আবশ্যক)।



মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার

যদি তুমি ইহকাল ও পরকালে সফলতা চাও তাহলে নিম্নের উপদেশগুলি বাস্তবায়ন কর।

১- তুমি মাতা-পিতাকে আদরের সহিত সঙ্গে সঙ্গে সম্মান করবে। তাদের জন্য উৎসব উচ্চারণ করবে না। ধর্মক দিবে না বরং তাদের সঙ্গে নম্রতার সহিত কথাবার্তা বলবে।

২- গুনাহ ব্যতীত সর্বক্ষেত্রে মাতা-পিতার আনুগত্য করবে। কারণ, আল্লাহর অবাধ্যতায় কোন সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।

৩- তাঁদের প্রতি নম্রতা দেখাও। তাঁদের সামনে মুখবঁাকা করবে না। আর তাঁদেরকে ক্রোধের চোখে দেখবে না।

৪- মাতা-পিতার সুনাম, তাঁদের মর্যাদা ও ধন-সম্পদ রক্ষার প্রতি যত্নবান হবে। আর তাঁদের বিনা অনুমতিতে কোন বস্তু নিবে না।

৫- ঐ সমস্ত কাজ-কর্ম করবে; যাতে তাঁরা খুশী হন; যদিও তা তাঁদের বিনা আদেশে হয়। যেমন তাঁদের খিদমত করা, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করা ও শিক্ষা অর্জনে পরিশ্রম করা ইত্যাদি।

৬- তোমার প্রতিটি কর্মে তাঁদের পরামর্শা নিবে। আর বিশেষ কারণে তাঁদের কথার বিপরীত করতে হলে যথার্থ ওয়র পেশ করবে।

৭- মাতা-পিতার ডাকে অবিলম্বে হাঁসি মুখ হয়ে 'জী, আব্বাজান ও আম্মাজান' শব্দ প্রয়োগ করে উত্তর দিবে। আর 'বাবা, ডেডি বা মাম্মি' শব্দ ব্যবহার করবে না। কারণ, এ শব্দগুলি হল বিদেশী; যা ব্যবহার করা সমীচীন নয়।

৮- মাতা-পিতার বন্ধু-বান্ধব, আতীয়-স্বজনদেরকে তাঁদের জীবিত অবস্থায় ও মৃত্যুর পরে যথাযথভাবে সম্মান করবে।

৯- মাতা-পিতার সহিত ঝগড়া-ঝাঁটি করবে না। তাঁদের ভুল ধরবে না বরং আদবের সহিত সঠিক বিষয়টা তাঁদেরকে বুঝাবার চেষ্টা করবে।

১০- মাতাপিতার সহিত জিদ করবে না। তাঁদের কথার উপর জোরে কথা বলবে না। তাঁদের কথাবার্তা চুপ-চাপ শ্রবণ করবে ও আদবের সহিত কথাবার্তা বলবে। আর পিতা-মাতার সম্মানার্থে তোমার কোন ভাইকে উত্ত্বক্ত করবে না।

১১- যখন মাতা-পিতা তোমার নিকট প্রবেশ করবেন তখন তাঁদের জন্য উঠে দাঁড়াবে এবং তাঁদের মাথা চুম্বন করবে।

১২- গৃহস্থালি কাজে মাতার সহযোগিতা করবে তথা যে কোন বিষয়ে পিতার কর্মক্ষেত্রে তাঁকে সাহায্য করতে বিলম্ব করবে না।

১৩- যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা অনুমতি না দেন ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি সফর (ভ্রমণ) করবে না; যদিও তা গুরুত্বপূর্ণ হয়। তবে যদি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সফর মনে কর তাহলে তাঁদেরকে যথাযথ ওয়ার দেখাবে। আর চিঠিপত্র দেওয়া অবশ্যই বন্ধ করবে না।

১৪- তাঁদের বিনা অনুমতিতে তাঁদের কুম্হে গমন করবে না। বিশেষ করে তাঁদের নিদ্রা ও বিশ্রামের সময়।

১৫- যদি তুমি ধূমপানে অভ্যন্ত হয়েই থাক তাহলে অন্ততঃ তাঁদের সম্মুখে ধূমপান করবে না। (বরং ধূমপান ত্যাগ করা ওয়াজেব।)

১৬- তাঁদের পানাহারের পূর্বে তুমি পানাহার করবে না; বরং খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে তাঁদের প্রতি যত্নবান হবে।

১৭- মাতাপিতার উপরে মিথ্যা বলবে না। তাঁরা যদি তোমার অপচন্দনীয় কোন কাজ করে তাহলে তাঁদেরকে ভৎসনা করবে না।

১৮- মাতাপিতার উপর তোমার স্ত্রী ও সন্তানদেরকে প্রাধান্য দিবে না। প্রত্যেক বিষয়ে তাঁদের সন্তুষ্টি অর্জন করবে। কারণ, মাতাপিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন। আর তাঁদের অসন্তুষ্টিতে তিনি অসন্তুষ্ট হন।

১৯- তাঁদের হতে কোন উচ্চ স্থানে বসবে না। আর গর্ব করে তাঁদের উপস্থিতিতে পদব্যয়কে বিছিয়ে (লম্বা করে) বসবে না।

২০- পিতার নামের সহিত সম্পর্ক জুড়তে গিয়ে অহংকার প্রদর্শন করবে না যদিও তুমি উচ্চ পদস্থ চাকুরী জীবি হও। তাঁদের উপকার ও অনুগ্রহ অঙ্গীকার করা হতে বিরত থাকবে। আর তাঁদেরকে কোন প্রকারের কষ্ট দিবে না; যদিও তা একটা কথার দ্বারা হোক না কেন।

২১- তাঁদের প্রতি খরচ করতে কোন প্রকার ক্ষপণতা করবে না; যাতে তাঁরা তোমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করতে অবকাশ না পান। নচেৎ তা হবে তোমার জন্য বড় অপমানকর বিষয়। ভবিষ্যতে এর অনুরূপ প্রতিফল তুমি তোমার সন্তানদের কাছ হতে পেয়ে থাকবে। কথায় বলে, ‘যেমন কর্ম তেমনি ফল।’

২২- মাতা-পিতার সঙ্গে বার বার দেখা সাক্ষাৎ করবে। তাদের জন্য উপহার ও তোহফা পেশ করবে। তাঁরা তোমার লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষায় যে কষ্ট সহ্য করেছেন তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। তুমি তোমার সন্তানদের লালন-পালনে যে দুঃখ কষ্ট পাচ্ছ তাহতে উপদেশ গ্রহণ কর।

২৩- সমস্ত মানুষ হতে অধিক সম্মান ও আদবের অধিকারী

হলেন তোমার আশ্মাজান তারপর আরোজান। আর এ কথা জেনে রেখো যে, মাতার পদপ্রাপ্তেই জান্মাত নিহিত রয়েছে।

২৪- মাতাপিতার অবাধ্যতা ও অসম্ভৃষ্ট হতে বাঁচ। নচেৎ ইহকাল ও পরকালে দুর্ভাগ্য হবে। আর যেমন ব্যবহার তুমি তোমার মাতাপিতার সহিত করবে, ঠিক তেমনি ব্যবহার নিজ সন্তানদের নিকট হতে পাবে।

২৫- তাঁদের নিকট হতে কিছু চাইলে নম্রতার সাথে চাইবে। যদি দেন তাহলে তাঁদের শুকরিয়া আদায় করবে। আর যদি না দেন তাহলে তাঁদের কোন দোষ দেবে না। বেশী বেশী চেয়ে তাঁদেরকে বিরক্ত করবে না।

২৬- যখন তুমি রঞ্জি উপার্জনের উপযুক্ত হয়ে যাবে তখন বৈধ রঞ্জির সঙ্গানে কাজকর্ম শুরু করে দিবে ও মাতা-পিতার যথাযথ সাহায্য করবে।

২৭- তোমার উপর মাতাপিতার হক রয়েছে এবং স্ত্রীরও হক রয়েছে। তাই প্রত্যেকের হক ন্যায় ও পূর্ণভাবে আদায় করবে। তাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে তা সুষ্ঠুভাবে মীমাংসার প্রচেষ্টা করবে। আর মাঝে মধ্যে উভয় পক্ষকে গোপনীয়ভাবে উপহার দিতে থাকবে।

২৮- তোমার মাতাপিতা যদি তোমার স্ত্রীর সহিত ঝগড়া বা মনোমালিন্য করে থাকেন তাহলে বড় কৌশলের সাথে স্ত্রীকে বুঝাবার প্রচেষ্টা করবে যে, তুমি তার পক্ষেই আছ যদি সে ন্যায় পথে থাকে ও নির্দোষ হয়। আর তুমি তাঁদেরকে সম্ভৃষ্ট রাখার জন্য (প্রতিবাদ না করতে) নিরূপায় ও বাধ্য।

২৯- যদি তোমার বিবাহ ও তালাকের ব্যাপারে তাদের সঙ্গে তোমার মতানৈক্য দেখা দেয় তাহলে শরয়ী বিধানের নিকট তুমি

তোমার বিচারভার অর্পণ করবে। যেহেতু শরীয়তই হচ্ছে তোমার জন্য শ্রেষ্ঠ সহায়ক।

৩০- মাতা-পিতার ভাল ও মন্দ সকল প্রকার দুয়া আল্লাহর নিকট কবুল হয়ে থাকে। সুতরাং তাঁদের অভিশাপ (বদুআ) থেকে বাঁচবে।

৩১- জনসাধারণের সহিত আদবপূর্ণ ব্যবহার করবে। কারণ, যে লোককে গালি-মন্দ করে, লোকেরাও তাকে গালি মন্দ করে থাকে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এ প্রসঙ্গে বলেন, “কোন ব্যক্তির স্বীয় মাতাপিতাকে গালি দেওয়া কাবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। কোন ব্যক্তি অন্য কারো পিতাকে গালমন্দ করে তখন সে যেন তার পিতাকেই গালমন্দ দেয় এবং যখন কারো মাতাকে গাল-ভৎসনা করে তখন সেও যেন তার নিজ মাতাকেই গালি-গালাজ করে। (বুখারী ও মুসলিম)

৩২- জীবিতাবস্থায় মাতা-পিতার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করবে এবং মৃত্যুর পরেও তাঁদের কবর যিয়ারত করতে থাকবে। তাঁদের নামে সদকা-খায়রাত করবে এবং তাঁদের জন্য আল্লাহর নিকট অধিকভাবে এই দুআ (প্রার্থনা) করতে থাকবে।

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلَوَالِدَيْ. رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْ بَنِيْ صَغِيرَاً.

উচ্চারণ :- রাবিগ ফিরলী অলিওয়া-লিদাইয়া, রাবিরহামহুমা কামা রাক্কায়া-নী সাগীরা।

অর্থ/৩ :- হে আমার প্রভু! আমাকে ও আমার মাতাপিতাকে ক্ষমা কর। হে আমার প্রতিপালক! আমার মাতাপিতার উপর রহম (করুণা) কর। যেমন তাঁরা আমাকে শিশুবেলায় লালন-পালন করেছিলেন।

***** সমাপ্ত *****

সন্তান প্রতিপালন *****

ভাই মুসলিম!

নির্মল সত্যের আলো পেতে হলে সে পথে আমাদেরকে যথাসাধ্য প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে। অবশ্য সে পথ তার জন্য বড় সহজ, যার জন্য আল্লাহ তা সহজ করে দেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, ‘আমি তোমাদের মাঝে এমন জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি, যদি তা তোমরা শক্তভাবে ধারণ করে থাক তবে কোনদিন পথহারা ও দিশাহারা হবে না; আর সে জিনিস হল আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাহ (হাদীস)---।’

সুতরাং প্রিয় ভাই! আপনি সদা যত্নবান ও আগ্রহী হন, যাতে আপনার সকল ইবাদত ও আনুগত্য ঠিক আল্লাহর শরীয়ত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সুন্নাহ এবং সাহাবা তথ্য কিয়ামত অবধি তাদের অনুসরীবর্গের তরীকার অনুবন্তী হয়। আর আমরা -ইন শা-আল্লাহ- আপনাকে সেই আলোর পথে পৌছতে সহযোগিতা করব। একাজে আমাদের উপকরণ হল বই-পুস্তক, ক্যাসেট এবং দাওয়াত ও তবলীগের কাজে নিযুক্ত উলামাবৃন্দ। অতএব হক ও আলোর সঙ্কানে উক্ত উপকরণসমূহের কিছু প্রয়োজন মনে করে আমাদের সহিত যোগাযোগ করলে আমরা আমাদের সাধ্যমত আপনার ইচ্ছা পূরণ করতে যত্নবান হব ইন শা-আল্লাহ।

CO-OPERATIVE OFFICE FOR CALL &
FOREIGNER'S GUIDE IN AL-MAJMUAH
P.O.BOX • 102 AL-MAJMUAH AH 11952,
KINGDOM OF SAUDI ARABIA.
TEL 06 432 3949 FAX 06 4311996

عناوين المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد بالملائكة

شعبة الملائكة (وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف)
الملائكة للدعوة والإرشاد
١١١٣١ /٤١١٦٩٢٦ تليفون ٠١ /٤٢٢٤٢٤٢٤
٠٦ /٤٢٢٤٥٦٧ تليفون ٠٦ /٤٢٢٤٥٧
فاكس ١٨٢١ ص.ب ١٩٣٢

مكتب توعية الملائكة بعنيزة
٨٠٨ تليفون ٠٦ /٣٦٤٤٥٠٦ ص.ب ٨٠٨

مكتب توعية الملائكة ببريدة
٠٦ /٣٢٤٨٩٨٠ تليفون ٠٦ /٣٢٤٥٤١٤
فاكس ١٤٢ ص.ب ٣٢٤٥٤١٤

مكتب دعوة وتوعية الملائكة بالرس
٦٥٦ تليفون ٠٦ /٢٣٣٢٨٧٠ ص.ب ٦٥٦

مكتب توعية الملائكة بالبكرية
٢٩٢ تليفون ٠٦ /٣٣٥٩٢٦٦ ص.ب ٢٩٢

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الملائكة بشقراء
٠١ /٦٢٢٢٠٦١ تليفون ٠١ /٦٦٩١
ص.ب ٢٤٧ شقراء ١٦٩١

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالأحساء
٥٨٧٤٦٦٤ تليفون ٥٨٦٦٦٧٢ فاكس ٣٠ /٣
٣١٩٨٢ ص.ب ٢٠٢٢

مكتب توعية الملائكة بالخبر
٦٣١٣٢ ص.ب ٨٩٨٧٤٤٤ تليفون ٠٣ /٨٩٨٧٤٤٤

المكتب التعاوني لدعوة الملائكة في مشرفة - جدة
٠٢ /٦٧٣٠٤٣١ تليفون ٦٧٣١٧٥٤
٦٧٣١٤٤٧ فاكس ٠٢ /٦٧٣١٤٤٧ ص.ب ١٥٧٩٨ جدة ٢١٤٥٤

مكتب توعية الملائكة بحائل
٠٦ /٥٣٣٤٧٤٨ تليفون ٠٦ /٥٤٣٢٢١١
فاكس ٢٨٤٣ ص.ب ٥٤٣٢٢١١

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالدللم
١١٩٩٢ تليفون ٠١ /٥٤١٠٠٢٩ ص.ب ١١٩٩٢

مكتب توعية الملائكة بالطائف
٨١٥ تليفون ٠٢ /٧٣٦٠٨٢٢ ص.ب ٧٣٦٠٨٢٢

شعبة الملائكة (وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف)
الملائكة للدعوة والإرشاد
١١١٣١ /٤١١٦٩٢٦ تليفون ٠١ /٤٢٢٤٢٤٢٤

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالبلديمة
٠١ /٤٣٣٠٤٧٠ تليفون ٤٣٣٠٤٧٠ /٤٣٣٠٤٧٠
فاكس ١١٢٢ ص.ب ٢٤٩٣٢ ١١٤٥٦

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالطهاء
٠١ /٤٠٣٠١٤٢ تليفون ٤٠٣٠١٤٢ /٤٠٣٠١٤٢
فاكس ٤٠٥٩٣٨٧ ص.ب ٢٠٨٧٤ ١١٤٦٥

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بام الحمام
٠١ /٤٨٢٧٤٨٩ تليفون ٤٨٢٦٤٦٦ /٤٨٢٦٤٦٦
فاكس ٣١٠٢١ ص.ب ٣١٠٢١ ١١٤٩٧

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالشفاء
٠١ /٤٢٢٢٦٢٦ تليفون ٤٢٢٢٦٢٦ /٤٢٢٢٦٢٦
ص.ب ٣١٧١٧ ١١٤٩٨

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالدرعية
٠١ /٤٨٦٠٦٠٦ تليفون ٤٨٦٠٢٨٤ فاكس ٤٨٦٠٢٨٤ /٤٨٦٠٦٠٦
ص.ب ٧٠٠٣٢ ١١٥٦٧

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالخرج
٠١ /٥٤٤٠٦٦٢ تليفون ٥٤٤٠٩٨٣ فاكس ٥٤٤٠٩٨٣ /٥٤٤٠٦٦٢
ص.ب ١٦٨ ١١٩٤٢

شعبة الملائكة بالدمام
٠١ /٨٢٦٣٥٣٥ تليفون ٨٢٧٢٧٧٢ فاكس ٣١١٣١ ٨٢٧٤٧٠

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالقربية
٦١ تليفون ٦٥٢٠٥٣٤ ٠١ /٦٥٢٠٥٣٤

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالجمعة
٦٢ تليفون ٤٣١١٩٩٦ فاكس ٤٣٢٣٩٤٩ ٠٦ /٤٣٢٣٩٤٩
ص.ب ١٠٢ ١١٩٥٢